ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-30 ■ 4 November, 2025 ■ আগরতলা ৪ নভেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ১৭ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভিলেজ কমিটি নির্বাচন

রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত সময় চেয়ে আবেদন খারিজ করল সুপ্রিমকোর্ট

নয়দিল্লি, ৩ নভেম্বর ।। ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি) আইন, ১৯৯৪ অনুযায়ী বহুদিন ধরে ঝুলে থাকা ভিলজ কমিটি (ভিসি) নির্বাচনের বিষয়ে ব্যাখ্যা দাখিল করতে অতিরিক্ত দুই সপ্তাহ সময় চেয়ে ত্রিপুরা সরকারের করা আবেদন আজ সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে।

এই সিদ্ধান্তের পর তিপরা মথার প্রতিষ্ঠাতা তথা এমডিসি প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারের সময় বৃদ্ধির আবেদন প্রত্যাখ্যান করে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। আজকের শুনানির আদেশনামা হাতে আসলে গুরুত্বপূর্ণ ভিসি নির্বাচনের বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

উল্লেখ্য, নির্বাচিত ভিলেজ কমিটিগুলির পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০২১ সালের ৭ মার্চে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। গত আগস্টে সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশন অফ ইন্ডিয়া (ইসিআই), ত্রিপুরা রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং ত্রিপুরা সরকারকে নোটিশ জারি করে নির্বাচন বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করতে বলেছিল।

এরপর ১ নভেম্বর রাজ্য সরকার তাদের জবাবি হলফনামা দাখিলের জন্য অতিরিক্ত দুই সপ্তাহ সময় চেয়ে আদালতে আবেদন করে, যা আজ আদালত খারিজ করে দেয়।

এই প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে প্রদ্যোৎ বলেন, সরকারের এই বিলম্বের কোনো বাস্তব কারণ নেই। এটি শুধুই সময়ক্ষেপণ। তিপ্রাসা জনগণকে ন্যায় থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সাথে তিনি যোগ করেন, আমরা আশা করি সুপ্রিম কোর্ট এবার রাজ্যের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সম্প্রতি ত্রিপুরায় বিজেপি ও তার জোটসঙ্গী তিপরা মথার মধ্যে জনজাতি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান এবং তিপ্রাসা চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়া নিয়ে উত্তেজনা বাড়ছে।

শোক প্রধানমন্ত্রীর

হায়দ্রাবাদ-ভিজাপুর সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় নিহত ২০, আহত বহু

হায়দ্রাবাদ, ৩ নভেম্বর ।। টেলাঙ্গানার রাংগারেড্ডি জেলার মির্জাগুড়ায় আজ সকালে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ২০ জনের মৃত্যু এবং বহু লোকের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী এক টুইট বার্তায় বলেন, "রাংগারেড্ডি জেলার মির্জাগুড়ায় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় প্রাণ ও সম্পত্তির যে ক্ষতি হয়েছে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক। এই কঠিন সময়ে আমি নিহতদের পরিবার এবং আহতদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। আমি আহতদের দ্রুত সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করি।"

এটি একটি ভয়াবহ বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষ ছিল। দুর্ঘটনাটি সকাল ৬.৩০টার দিকে হায়দ্রাবাদ-ভিজাপুর মহাসড়কে ঘটেছে। হায়দ্রাবাদ থেকে তাণ্ডুর যাওয়ার পথে একটি বাস বিপরীত দিক থেকে আসা কংক্রিট বোঝাই ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে পড়ে। এতে বাসের প্রথম ছয় সারির যাত্রীরা মাটিতে পড়ে যান এবং অনেকে কংক্রিটের নিচে চাপা পড়েন। দুর্ঘটনায় ২০ জন নিহত হয়েছেন, তাদের মধ্যে ১০ মাসের একটি শিশু এবং তার মা-ও রয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের জন্য প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সাহায্য তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য ৫০,০০০ টাকা সহায়তার ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী দপ্তর এক টুইট বার্তায় এই ঘোষণা দেয়। দুর্ঘটনায় আহতদের চেভেলা সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যেখানে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। বাস চালক ও ট্রাক চালকও এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। দুর্ঘটনার পর দ্রুত উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন। আহতদের চিকিৎসা সেবা দিতে সরকারী হাসপাতালগুলোতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী এই দুর্ঘটনার পর শোক প্রকাশের পাশাপাশি দ্রুত উদ্ধার কাজ এবং চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন।

'হ্যাপিয়েস্ট আওয়ার' বারের লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্ত খারিজ করল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। 'হ্যাপিয়েস্ট আওয়ার' রেস্টুরেন্ট কাম বারের লাইসেন্স বাতিলের কালেক্টর অফ এক্সসাইজের সিদ্ধান্ত খারিজ করে দিল ত্রিপুরা হাইকোর্ট। একই সঙ্গে আদালত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ওই রেস্টুরেন্ট কাম বার পুনরায় চালানোর অনুমতিও দিয়েছে। সোমবার হাইকোর্ট এই বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ রায়ে নির্দেশ জারি করে। আদালতের রায় অনুযায়ী, কালেক্টর অফ এক্সসাইজের জারিকৃত বন্ধের আদেশ আইনসম্মত ছিল না। ফলে ওই সিদ্ধান্ত বাতিল করে রেস্টুরেন্টের কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার পথ খুলে যায়। এই সংক্রান্ত মামলায় রেস্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষে আইনজীবী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অরিজিৎ ভৌমিক। তিনি জানান, ১৬সেপ্টেম্বর কালেক্টর অফ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে

অভিযোগে কমিশনে কংগ্রেসের আইনজীবী সেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। রাজ্যের সর্বত্র লঙ্ঘিত হচ্ছে মানবধিকার। তারপরও রাজ্য মানবধিকার কমিশন কুলুপ এঁটে বসে রয়েছে। মূলত এই প্রশ্ন তুলে ১১ দফা দাবিতে মানবধিকার কমিশনের দরবারে হাজির হল কংগ্রেসের আইনজীবী সেল।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেসের আইনজীবী সেল নেতৃত্বরা চলমান মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাবলী নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ২০১৮ সালে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজ্যে অসংখ্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে, অথচ রাজ্য মানবাধিকার কমিশন তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

তাঁদের অভিযোগ, কমিশনের নিষ্ক্রিয়তা ও উদাসীনতা মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের আরও উৎসাহিত করেছে। কংগ্রেস ২০২৪-২৫ সালের মাত্র দেড় বছরের কিছু মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তালিকাভুক্ত করেছে, যা গত সাত বছরে কমিশনের ব্যর্থতার স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। প্রথমত, উত্তর ত্রিপুরার কদমতলায় দুর্গাপূজা অনুদানকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া বিবাদ রূপ নেয় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হিংসায়। ৬-৭ অক্টোবরের ঘটনায় পুলিশ গুলি চালালে আলফেসানি নামে এক মুসলিম ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়, আহত হন অন্তত ১৭ জন। বহু দোকান ও বাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। নিহতের পরিবার এখনও সরকারি চাকরি ও ক্ষতিপূরণের অপেক্ষায় রয়েছে, প্রশাসন নির্বিকার। দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ ত্রিপুরার সবরুমের বাদল ত্রিপুরা (২৬) নামে এক আদিবাসী যুবক পুলিশের হেফাজতে নির্যাতনের পর মৃত্যুবরণ করেন। তার দেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। কংগ্রেসের অভিযোগ, এটি স্পষ্টতই হত্যাকাণ্ড হলেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি এবং পরিবারকেও ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়নি। তৃতীয়ত, আগরতলার জিবি হাসপাতালে চিকিৎসা না পাওয়ায় ৫৪ বছর বয়সি মদন দাসের মৃত্যু হয়। কর্তব্যরত কর্মীরা জরুরি চিকিৎসা দিতে অস্বীকার করেন বলে অভিযোগ। গণমাধ্যমের হস্তক্ষেপের পর চিকিৎসা শুরু হলেও পরদিন তাঁর মৃত্যু হয়। কংগ্রেসের দাবি, এটি রোগীর মৌলিক অধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন। এমন বহু ঘটনা থেকে প্রমানিত যে রাজ্যে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। তাই প্রদেশ কংগ্রেস মানবাধিকার কমিশনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, এসব ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা হোক এবং রাজ্যে মানবাধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হোক।

খেলনা খুঁজতে মৃত্যুর কোলে শুভম!

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ নভেম্বর।। প্লাস্টিকের বন্দুক খুঁজতে গিয়ে পুকুরে তলিয়ে যায় ২ বছরের শিশু শুভম সরকার। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় গোমতী জেলার উদয়পুর মহকুমার অন্তর্গত জামজুরী গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজধরনগরে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

খেলতে খেলতে পুকুরে পড়ে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারাল দুই বছরের শিশু শুভম সরকার। মৃত শিশুটি শান্তি সরকারের একমাত্র সন্তান বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার দুপুরে বাড়ির আঙিনায় খেলছিল ছোট্ট শুভম। খেলার ছলে পুকুরের ধারে গিয়ে একটি খেলনা বন্দুক পুকুরে পড়ে যায়। সেটি তুলতে গিয়েই শুভমের পা পিছলে যায় এবং মুহূর্তের মধ্যে পুকুরের জলে তলিয়ে যায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তর আফগানিস্তানে ৬.৩ মাত্রার ভূমিকম্পে কমপক্ষে ২০ জন নিহত, আহত শতাধিক

কাবুল, ৩ নভেম্বর।। উত্তর আফগানিস্তানে ভয়াবহ এক ভূমিকম্পে কমপক্ষে ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। সোমবার স্থানীয় সময় রাত ১টার দিকে (রবিবার ২০:৩০ জিএমটি) মাজার-ই-শরিফের কাছাকাছি এই ভূমিকম্প আঘাত হানে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৬.৩ এবং এর গভীরতা ছিল প্রায় ২৮ কিলোমিটার (১৭ মাইল)। সংস্থাটি এটিকে "কমলা সতর্কতা" পর্যায়ে রেখেছে, যা "গুরুতর প্রাণহানির সম্ভাবনা" নির্দেশ করে।

তালেবান সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ৫৩০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। বলখ প্রদেশের তালেবান মুখপাত্র হাফিজ জায়েদ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ লিখেছেন, শোলগারা জেলায় "অনেক মানুষ আহত" হয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, "বেশিরভাগ আহত হয়েছেন উঁচু ভবন থেকে পড়ে যাওয়ার কারণে।"

মাজার-ই-শরিফের বহু বাসিন্দা রাতের ভূমিকম্পে আতঙ্কে ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন, আশঙ্কা করেন তাদের বাড়িঘর ভেঙে পড়বে। জানা গেছে, ভূমিকম্পের পর দেশজুড়ে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটে, যার প্রভাব পড়ে রাজধানী কাবুলেও। উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান থেকে আসা বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে জানা গেছে।

বলখ প্রদেশের মুখপাত্র আরও একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন, যেখানে মাজার-ই-শরিফের ঐতিহাসিক ব্লু মসজিদ প্রাঙ্গণে ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। পঞ্চদশ শতকে নির্মিত এই মসজিদটি শিয়া মুসলিমদের কাছে পবিত্র স্থান, যেখানে নবী মুহাম্মদের (সা.) জামাতা ও চাচাতো ভাই প্রথম ইমামের সমাধি রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়।

কাবুল পুলিশের মুখপাত্র খালিদ জাদরান এক্স-এ জানিয়েছেন, পুলিশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবিতে নতুন তিনটি ওয়ার্ডের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

এমবিবিএসের খারাপ ফলাফলের কারণ খোঁজার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। ত্রিপুরার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এখন নতুন উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। নাগরিকগণ যেন সর্বোচ্চ মানের চিকিৎসা পরিষেবা পান সেই লক্ষ্যেই বর্তমান রাজ্য সরকার তথা স্বাস্থ্য দপ্তর নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের মানুষ যাতে আধুনিক, দ্রুত ও সুলভ চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারেন সেই লক্ষ্য পূরণে রাজ্য সরকার আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তুলছে। আজ জিবিপি হাসপাতালের নতুন ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক (সিসিবি), সংক্রামক রোগ কেন্দ্র (সিডিসি) এবং ২০ শয্যা বিশিষ্ট স্পেশাল ওয়ার্ডের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে কার্ল ল্যান্ডস্টেনার অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানমঞ্চে এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী এজিএমসি এবং জিবিপি হাসপাতালের সাথে দিল্লীর এইমস এবং লক্ষ্ণৌ-এর এজিপিজিআই হসপিটালের মধ্যে ডিজিট্যাল টেলিমেডিসিন পরিষেবার সূচনা করেন। পাশাপাশি জিবিপি হাসপাতালে রোগী ব্যবস্থাপনা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বড় ভাইয়ের হাতে খুন ছোট ভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।।: জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে যাত্রাপুর থানার নিদয়া তিনঢেপা এলাকায় ঘটেছে মর্মান্তিক খুনের ঘটনা। বড় ভাইয়ের হাতে খুন হয়েছে ছোট ভাই। নিহতের নাম রাসু শীল (৩৫)। অভিযুক্ত বড় ভাইয়ের নাম গৌতম শীল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই ভাইয়ের মধ্যে বচসা বাধে। সেই বচসা মুহূর্তেই রূপ নেয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে। অভিযোগ, উত্তেজনার বশে গৌতম ধারালো অস্ত্র দিয়ে ভাই রাসুকে আঘাত করেন। গুরুতর জখম অবস্থায় রাসুকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাত লক্ষ টাকা সহ দুই যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩ নভেম্বর।। রুটিন তল্লাশির মধ্যেই প্রায় সাত লক্ষ টাকা সহ দুই যুবককে আটক করল বিশালগড় ট্রাফিক ইউনিটের কর্মীরা। ঘটনাটি ঘটে সোমবার দুপুরে বিশালগড়-বক্সনগর রোডে।

সূত্রের খবর, ওই সময় ট্রাফিক পুলিশ নিয়মিত যানবাহন তল্লাশি চালাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় রহিমপুরের দিকে যাওয়া একটি মোটরবাইককে থামার সংকেত দেওয়া হলে, বাইক আরোহীরা পালানোর চেষ্টা করে। পুলিশের তৎপরতায় দ্রুত বাইকটিকে আটক করা হয়।

বাইকচালক ও পিছনের আরোহী দুই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হলে তাদের কথাবার্তায় অসংলগ্নতা ধরা পড়ে। এরপর তাদের তল্লাশি চালিয়ে প্রায় সাত লক্ষ টাকার নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই টাকা সম্পর্কে যুবকরা কোনও সঠিক ব্যাখ্যা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লখনউতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টায় ধৃত ছদ্মবেশী যুবক

লখনউ, ৩ নভেম্বর ।। উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনউয়ের এক পাঁচতারা হোটেলে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে রাজস্ব কর্মকর্তার ছদ্মবেশ ধারণ করে ঢোকার চেষ্টা করেন এক ব্যক্তি। পরে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। জাতীয় সংবাদমাধ্যমে এ-সংক্রান্ত খবর আজ প্রকাশিত হয়েছে।

সূত্রের খবর, ধৃতের নাম প্রশান্ত মোহন। তিনি দিল্লি-ভিত্তিক একজন ইউপিএসসি কোচ। প্রশান্ত নিজেকে ভারতীয় রাজস্ব পরিষেবা (আইআরএস)-এর অফিসার বলে পরিচয় দেন এবং দাবি করেন যে তিনি লখনউ পুলিশ কমিশনারের আত্মীয়।

অভিযোগ, প্রশান্ত মোহন ৩০ অক্টোবর লখনউয়ের ম্যারিয়ট হোটেলে নিজেকে রাজস্ব আধিকারিক পরিচয় দিয়ে রুম বুক করেন। সেই সময় তিনি হোটেল কর্মীদের জানান যে তিনি পুলিশ কমিশনারের আত্মীয়। তার উদ্দেশ্য ছিল ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। তিনি ওই সময় হোটেলেই অবস্থান করছিলেন।

তবে প্রশান্তের আচরণ ও বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সন্দেহ জাগায়। নিরাপত্তাকর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় থানায় খবর দেন। পরের দিন যখন পুলিশ হোটেলে পৌঁছায়, প্রশান্ত তখন চেক আউট করে চলে গিয়েছিলেন। তবে দ্রুত অনুসন্ধানের মাধ্যমে পুলিশ তাকে হোটেলের কাছাকাছি এলাকা থেকেই গ্রেফতার করে।

হোটেল কর্তৃপক্ষ জানায়, প্রশান্তের গাড়িতে লাল ও নীল বীকন লাইট ছিল, যা তার সরকারি পরিচয়ের দাবি নিয়ে আরও সন্দেহ তৈরি করে। এদিকে তার চালক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফেন্সিডিল কান্ড ঃ ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে গ্রেফতার আরও দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। জিরানিয়া রেলওয়ে স্টেশনে বিপুল পরিমাণ এসকফ বোতল উদ্ধার মামলায় আরও দুইজনকে গ্রেফতার করেছে ত্রিপুরা পুলিশ ক্রাইম ব্রাঞ্চ। দীর্ঘ তদন্ত ও গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই দুই অভিযুক্তকে কলকাতা ও দিল্লি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ক্রাইম ব্রাঞ্চের সূত্রে জানা গেছে, গ্রেফতারকৃতদের নাম অরুণ কুমার ঘোষ (৫৮), পিতা — কৃষ্ণধন ঘোষ ও হিমাংশু ঝা ওরফে সোনু (৩২), পিতা — আলোক ঝা।

অরুণ কুমার ঘোষকে কলকাতায় গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যদিকে, হিমাংশু ঝা-কে দিল্লিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। সোমবার দুপুরের বিমানে দিল্লি থেকে আগরতলা নিয়ে আসা হল জিরানিয়া ফেন্সি কাণ্ডে ধৃত হিমাংশু ঝা ওরফে সোনুকে। এই মামলায় কলকাতায় গ্রেফতার অরুণ কুমার ঘোষকে এদিন রাজ্যে আনা হয়নি। খুব শীঘ্রই ট্রানজিট রিমান্ডে তাকে আগরতলা আনা হবে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে পূর্বে গ্রেফতার করা হয়েছে রাজীব দাশগুপ্তকে। ক্রাইম ব্রাঞ্চ মোট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,৪ নভেম্বর,২০২৫ ইং
১৭ কার্তিক, মঙ্গলবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ইঙ্গিতবহ মন্তব্য

পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার জবাবে অপারেশন সিঁদুর চালাইয়া পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করিয়াছিল ভারতীয় সেনা। এরপর পাকিস্তান পালটা হামলা চালাইলে দুই দেশের মধ্যে সামরিক সংঘাত বাঁধিয়াছিল। তবে চারদিন পরই সেই সংঘাত বন্ধ হইয়াছিল পাকিস্তানের কাকুতি মিনতিতে। তবে ভারত তখনই স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছিল, অপারেশন সিঁদুর স্থগিত হইয়াছে মাত্র, তা শেষ হয়নি। এই আবহে পাকিস্তানকে ফের একবার স্পষ্ট সতর্কবার্তা দিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। সঙ্গে করিলেন বেশ কিছু ইঙ্গিতবহ মন্তব্য।সেনাপ্রধান বলিয়াছেন, ”পাকিস্তান যদি কোনও কাপুরুষোচিত কাজ জঙ্গি হামলা করিবার চেষ্টা করে তবে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী অপারেশন সিঁদুর ২.০-এর জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত এবং পাকিস্তানকে কঠোর জবাব দিবে।” রেওয়া সৈনিক স্কুল পরিদর্শনের সময় এই কথা বলেন সেনাপ্রধান। এই স্কুলেই তিনি এবং বর্তমান নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ ত্রিপাঠি একসময় একসঙ্গে পড়াশোনা করিয়াছিলেন। অ্যাডমিরাল ত্রিপাঠীর সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা বলিতে গিয়া জেনারেল দ্বিবেদী বলেন, ”আমরা এনডিএ-তে একসঙ্গে ছিলাম এবং পরে হায়ার কমান্ড কোর্সেও ছিলাম। যখন অপারেশন সিঁদুর ঘটিয়াছিল, তখন আমার প্রিয় বন্ধু নৌবাহিনীর কমান্ডের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং আমাদের অপর সহকর্মী, যাঁহাকে আমরা এয়ার চিফ সিং বলি, তিনি ছিলেন বিমান বাহিনীর প্রধান। আমরা তিনজন যখন একত্রিত হই, তখন কেউ আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করিবার সাহস পায় না।” তিনি বলেন, ”অপারেশন সিঁদুর এখনও চলিতেছে এবং এটি সঠিক সময়ে শেষ হইবে। অপারেশন সিঁদুরের উদ্দেশ্য ছিল সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা ও শান্তি রক্ষা করা। প্রথমবারের মতো তিন বাহিনী এবং সমগ্র দেশ একত্রিত হইয়াছিল অপারেশন সিঁদুরে। যেখানেই সন্ত্রাসীদের আস্তানা ছিল, আমরা তাহাদের টার্গেট করিয়াছি। কিন্তু লোকজন যখন নমাজ পড়ছিল, তখন যাতে কোনও হামলা না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখিয়াছি। আমরা কেবল সেই জায়গাগুলোকে টার্গেট করিয়াছি যেখানে সন্ত্রাসবাদীরা বাস করিত। এদিকে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে সেনাপ্রধান বলেন, ”আপনি বা আমি একেবারেই অজ্ঞ...ট্রাম্প আজ কী করিতেছেন ? আমার মনে হয়, ট্রাম্পও জানেন না যে তিনি আগামিকাল কী করিতে চলিয়াছেন। চ্যালেঞ্জগুলি এত দ্রুত আসিতেছে যে আপনি যখন একটি পুরানো চ্যালেঞ্জ বোঝার চেষ্টা করিবেন, তখনই একটি নতুন চ্যালেঞ্জ আবির্ভূত হইবে। তাহা সে সীমান্তে হোক, সন্ত্রাসবাদ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অথবা সাইবার যুদ্ধ। নতুন যে জিনিসগুলি শুরু হইয়াছে... মহাকাশ যুদ্ধ, উপগ্রহ, রাসায়নিক, জৈবিক, রেডিওলজিক্যাল এবং তথ্য যুদ্ধ। গুজব যেভাবে ছড়াইয়ায়ে পড়িয়াছে... অপারেশন সিঁদুরে যেমন শুনিয়াছেন, করাচিতে আক্রমণ করা হইয়াছে। এটা তো আমাদের কাছেও খবর ছিল। এটা কোথা থেকে হইল, কে করিয়াছে ?... এই সমস্ত চ্যালেঞ্জের পরিধিতে, আপনাকে স্থল, আকাশ, জল এবং তিনটিতেই কাজ করিতে হইবে।”

উত্তরপ্রদেশে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকায় বিপুল পরিমাণ ডুপ্লিকেট নাম, পরিস্কারের নির্দেশ

বারানসি, ৩ নভেম্বর : উত্তরপ্রদেশের ভোটার তালিকায় ব্যাপক ডুপ্লিকেট নাম পাওয়া গেছে, যা পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। এক রাজ্যস্তরের নিরীক্ষায় দেখা গেছে, বেশ কিছু জেলা ও ব্লকে একাধিকবার ভোটারদের নাম তালিকায় উপস্থিত হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রায় ৫০ লাখ নাম যাচাইয়ের পর মুছে ফেলা হতে পারে।

নির্বাচন কমিশনের পরিদর্শনে দেখা গেছে, পিলিভিট, বারানসি, বিজনৌর এবং হাপুরের মতো কিছু জেলায় সবচেয়ে বেশি ডুপ্লিকেট নাম রয়েছে। পিলিভিটের পুরানপুর ব্লকে একাই প্রায় ৯৭,০০০ ভোটারের নাম পুনরায় তালিকাভুক্ত হয়েছে।

কমিশন জানিয়েছে, এই অনিয়মগুলো সঠিক করার জন্য একটি ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হবে, যা প্রায় বিশেষ ইনটেনসিভ রিভিশন এর মতো হবে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনগুলোকে ইতিমধ্যে ব্লক অনুযায়ী ডুপ্লিকেট ভোটারের তালিকা পাঠানো হয়েছে এবং সংশোধন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কমিশন অনুমান করছে, যাচাইয়ের পর প্রায় ৫০ লাখ নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে।

এই ডুপ্লিকেট নামগুলো শনাক্ত করা হয়েছে একটি ম্যাচিং প্রক্রিয়া দ্বারা, যেখানে ভোটারের নাম, তাদের পিতার নাম এবং লিঙ্গের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। রাজ্যের ৮২৬টি উন্নয়ন ব্লকের মধ্যে ১০৮টি ব্লকে ৪০,০০০ এর বেশি ডুপ্লিকেট নাম পাওয়া গেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ডুপ্লিকেট নাম পাওয়া গেছে বারানসির অরাজিলাইন ব্লকে, যেখানে ৭৭,৯৪৭টি নাম পুনরায় তালিকাভুক্ত হয়েছে। এছাড়া গাজীপুরের সৈদপুরে ৭১, ১৭০টি, পিন্ডরায় ৭০,৯৪০টি এবং জৌনপুরের শাহগঞ্জ সোন্ধীতে ৬২, ৮৯০টি ডুপ্লিকেট নাম রয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, যদি এই অস্বচ্ছতা যথাসময়ে সমাধান না হয়, তবে আসন্ন নির্বাচনগুলোর স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। নির্বাচন কমিশন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের দ্রুত যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে এবং রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে, যাতে নির্বাচনগুলি সুষ্ঠু ও অবাধভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে।

গত সপ্তাহে, নির্বাচন কমিশন দ্বিতীয় পর্বের এসআইআর অভিযান শুরু করার ঘোষণা দিয়েছে, যার আওতায় ১২টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে উত্তরপ্রদেশও অন্তর্ভুক্ত। এই রিভিশন প্রক্রিয়া নির্বাচন বা প্রয়োজনমতো ভোটার তালিকা হালনাগাদ করতে আইনে বাধ্যতামূলক। সম্প্রতি বেশ কিছু রাজনৈতিক দল ভোটার তালিকায় অসঙ্গতি ও ডুপ্লিকেট নাম নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং নির্বাচন কমিশনকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, ২২ বছর আগে ২০০৩ সালে উত্তরপ্রদেশে শেষবার ভোটার তালিকা রিভিশন করা হয়েছিল।

গণনা থেকেই জ্ঞানের শুরু

নাভিদ সালেহ

জ্ঞানপিপাসা থেকে কোনো জাতি যত দূরে সরে গেছে, পৃথিবীতে তার অবস্থান হয়েছে তত দুর্বল। ইউভাল নোয়াহ হারারি তাঁর বহুল আলোচিত স্যাপিয়েন্স বইতে জ্ঞানপিপাসার আদিসূত্রের খোঁজ দিয়েছেন।

আজ থেকে প্রায় ৫ হাজার ৫০০ বছরেরও আগের কথা। ক্ষমতা বিস্তার ও সাম্রাজ্য পরিচালনার স্বার্থে সুমেরীয়রা দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় প্রথম লিখিত লিপি উদ্ভাবন করে। মেসোপটেমিয়া জায়গাটা টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মাঝে অবস্থিত। আজকের হিসাবে পূর্ব সিরিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্ক ও ইরাকের এখানটায়। মাটির ফলকে খোদাই করে তৈরি তাদের এই লিপি কেবল গণনার কাজে ব্যবহৃত হতো। মানব মস্তিষ্ক এক বিস্ময়। তবু বিশাল মাত্রার তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ এবং তা দ্রুত পুনরুদ্ধার আমাদের জন্য সহজ নয়। কিছু মানুষের স্মৃতিশক্তি প্রবাদতুল্য, এ কথা সত্যি। হাজার বছর আগেও এরকম মানুষ ছিলেন। সেকালে তাঁদের 'মেমোরি প্রফেশনালস' বলা হতো। বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'স্মৃতিজীবী'। তবে এমন গুটিকয় মানুষের ওপর ভরসা করে সাম্রাজ্য চালানো হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় অসম্ভব।

সে জন্যই সুমেরীয়রা এ গণনাপদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। সুমেরীয়দের গণনাপদ্ধতি ছিল ষাটভিত্তিক। অর্থাৎ ১, ১০, ৬০, ৩৬০, ৬০০, ৩৬০০, ৩৬০০০এরকম। যদিও পরে অ্যারাবিক নিউমেরাল বা আরবি সংখ্যা বহুল প্রচলিত হয়ে ওঠে। এর দশভিত্তিক (০-৯ পর্যন্ত অঙ্কনির্ভর) সংখ্যাপদ্ধতি আমরা আজও ব্যবহার করছি। সুমেরীয়দের গণনাপদ্ধতি কাজে লাগিয়ে ২৪ ঘণ্টায় দিনের হিসাব এবং জ্যামিতির ৩৬০ ডিগ্রিভিত্তিক গণনা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। উড়ুকের গিলগামেশের সময়ে প্রবর্তিত সুমেরীয় লিপি গণনা ও কর আদায়ের জন্য যথেষ্ট ছিল। তবে গিলগামেশ নামের বিখ্যাত লিখনকাব্য রচনা কিংবা গল্প বর্ণনায় এ লিপি ছিল অপারগ। সংখ্যা গণনায় শোষণ চলতে পারে, কিন্তু শিল্প বা কলার বিকাশ তো গণনার ঊর্ধ্বে। আত্মার খোঁজ সেখানে জরুরি হয়ে দাঁড়ায়।

সেই সুমেরীয়রাই ৩০০০-২৫০০ খ্রিস্টপূর্ব সময়ে অঙ্কভিত্তিক লিপিতে আরও কিছু প্রতীক ও চিহ্ন যোগ করে। এতে সংখ্যার দলিলে কিছু শাব্দিক ব্যাখ্যাও লিপিবদ্ধ করে রাখা যেত। সুমেরীয়দের এই লিপিটি কিউনিফর্ম নামে পরিচিত। ইতিহাসের এমনি কাছাকাছি সময়ে মিশরে হায়ারোগ্লিফিক, আর চীনে তাদের লিখিত লিপি প্রবর্তিত হয়। সেই শুরু। হিসাব রক্ষার শিলালিপি হয়ে দাঁড়ায় মহাকাব্য লেখার তাবুলা রাসা ট্টথত্নব্ভনখ ট্টখন্খ)সাদা পাতা বা স্লেট বলা যেতে পারেধর্মবাণী সংরক্ষণ ও প্রচারের সুসংগঠিত উপায়, এমনকি সাধারণের ভালোবাসা প্রকাশের উৎকৃষ্টতম পন্থা। দর্শনের চোখে অবশ্য তাবুলা রাসা মানে শুধু সাদা খাতা নয়, সদ্য জন্ম নেওয়া শিশুজীবনের পথে পথে ভরে উঠবে যার খাতা।

সুমেরীয়দের কিউনিফর্ম লিপি আবিষ্কারের কিছু পরে আন্দেজ (আজকের দক্ষিণ আমেরিকা) অঞ্চলে, লিখিত নয়, এমন একটি ভৌত গণনাপদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। এর নাম ছিল কিপু যাহোক, আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগেই মানব সভ্যতার যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল জ্ঞানের পথে। জ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়েছিল সাম্রাজ্য বিস্তারের হাতিয়ার, ধর্ম প্রচারের সহায়িকা, সাহিত্য রচনার উপঢৌকন। গণনা লিপির ইতিহাস নিয়ে বলতে গেলে আরও দুটো উদাহরণ জরুরি বলে মনে করেন হারারি। এক, সুমেরীয়দের কিউনিফর্ম লিপি আবিষ্কারের কিছু পরে আন্দেজ (আজকের দক্ষিণ আমেরিকা) অঞ্চলে, লিখিত নয়, এমন একটি ভৌত গণনাপদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। এর নাম ছিল কিপু নানা রঙের দড়িতে গেরো দিয়ে তৈরি একটি গণনাপদ্ধতি। একেক রঙের দড়ি, তাতে দেয়া গেরো ও গেরোর সংখ্যার একেক মূল্য। এভাবে এই ভৌত গণনাপদ্ধতি কাজে লাগিয়ে ইনকা সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে আজ থেকে প্রায় ৪ হাজার বছর আগে। স্প্যানিয়ার্ডরা যখন দক্ষিণ আমেরিকা দখল করে নিল, তারাও কিপু ব্যবহার করতে শুরু করে। তবে ইউরোপে কেউ কিপু তৈরি বা পড়ার ব্যাপারে প্রশিক্ষিত ছিল না। তাই শোষিতদের হাতে জিম্মি হতে শুরু করে স্প্যানিশ কনকুইস্তাদোর বা শোষক সৈন্যরা। ফলে বিলুপ্ত হয় কিপুর প্রচলন।

অন্য গণনাপদ্ধতিটি আমাদের সবার জানা। অ্যারাবিক নিউমেরাল বা ডেসিমেল পদ্ধতি, মানে দশভিত্তিক সংখ্যাপদ্ধতি। এটি আজ সর্বত্র প্রচলিত। মজার বিষয় হলো, এই দশমিক গণনাপদ্ধতি কিন্তু আরবদের আবিষ্কার ছিল না। আরবরা ভারতে এই গণনাপদ্ধতির খোঁজ পায় নবম খ্রিষ্টাব্দে। এরপর এর আত্মীকরণ করে এবং মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে তার প্রচলন ঘটায়। আজ এই গণনাপদ্ধতি ছাড়া পুরো মানব সভ্যতা অচল। পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নেওয়ার মন্ত্র হাজার বছর ধরেই ছিল জ্ঞানপিপাসা। আজ একে পাশ কাটিয়ে উন্নয়নের কোনো পথ খোলা আছে বলে মনে হয় না। জ্ঞানের প্রতি পশ্চিমের আগ্রহ বেড়ে চলেছে ক্রমশ। জ্ঞান, বিশেষ করে বিজ্ঞানে এদের অগ্রগতি আজ অপ্রতিরোধ্য। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পৃথিবীর অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল প্রাচ্য। কেবল ১০০ বছরে, ১৮৫০ সালের ভেতর, পাশ্চাত্য অঞ্চল ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। এ অসম্ভবকে তারা সম্ভব করে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা কাজে লাগিয়ে। আজ প্রাচ্যে জ্ঞান -বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ যেন হারিয়ে যেতে ধরেছে। বাংলাদেশে বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির চেয়ে ব্যবসায় প্রশাসনের প্রতি ঝোঁক যেন বেশি অনেকের। গণিত বা প্রাণিবিদ্যার চেয়ে মিডিয়ায় আকর্ষণ তীব্র। বই কেনার বদলে আজ আমরা কফি শপে অর্থব্যয়কে বেশি যুক্তিযুক্ত মনে করি। এ নিয়ে আমাদের আরও ভাবা প্রয়োজন। পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নেওয়ার মন্ত্র হাজার বছর ধরেই ছিল জ্ঞানপিপাসা। আজ একে পাশ কাটিয়ে উন্নয়নের কোনো পথ খোলা আছে বলে মনে হয় না। লেখনির জোরেই বিশ্বজয় করতে হবে। কেননা লেখনিই আজ নিয়ন্ত্রণ করছে মানবচিন্তা ও অগ্রগতি। হারারি বলছেন: 'লেখালেখির সূচনা হয়েছিল মানুষের চেতনার সহযোগিতার লক্ষ্যে। কিন্তু এখন এটা হয়ে উঠছে সেই চেতনার নিয়ন্ত্রক।'

বহুমুখী বৈশ্বিক মেরুকরণ আজ এক বাস্তবতা

এম এ হোসাইন

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভালদাই ক্লাবে যে নীতি নির্ধারণী বক্তৃতা দিয়েছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ঘোষণা করেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব বিশ্ব ব্যবস্থাপনা চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা আর গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি পরামর্শ দেন যে বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতাকে মার্কিন নীতিনির্ধারকগন যেন মেনে নিয়ে তার স্বীকৃতি প্রদান করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ইউক্রেন যুদ্ধ পশ্চিমারা রাশিয়ার উপর চাপিয়ে দিয়েছিল যা তাদের আধিপত্যবাদী বৈশ্বিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জ্বাজ্জল্য প্রমাণ। এই যুদ্ধে রাশিয়ার কোন সাম্রাজ্যবাদী বা আঞ্চলিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভিপ্রায় এখনো পরিলক্ষিত হয়নি। ১৯৯২ সালে, প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর পরাশক্তি গুলোর মাঝে একটি চুক্তি হয়েছিল যে ন্যাটো নতুন আবির্ভূত প্রজাতন্ত্র গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পূর্বে তার সদস্যপথ বাড়াবে না। কিন্তু, পশ্চিমা শক্তিগুলো এই চুক্তি লংঘন করেছে এবং ২০১৪ সালে পশ্চিমা সমর্থিত এক অভ্যুত্থানে জেলেনস্কি ইউক্রেনের ক্ষমতা এসেছিলেন। তিনি অবিলম্বে ইউক্রেন কে ইইউতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা শুরু করেন। যেহেতু, ইউক্রেন রাশিয়ার প্রভাব বলয়ের মধ্যে পড়ে তাই রাশিয়া এর বিরোধিতা করে এবং বর্তমানে এই সংঘাতের দিকে নিয়ে যায়। প্রায় দুই বছরব্যাপী এই চলমান যুদ্ধে ইউক্রেনের অনেক বড় বড় শহর ধ্বংস হয়ে গেছে এবং কিছু অঞ্চল গণভোটের মাধ্যমে রাশিয়ান ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইউক্রেন তার বহুল- প্রচারিত বসন্ত আক্রমণের পর দেখা গেছে যে তার আশানুরূপ অগ্রগতি লাভ হয়নি বরং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মত তার পর্যাপ্ত লোকবল ও যুদ্ধ সরঞ্জাম নেই। তাছাড়া ন্যাটো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর্যাপ্ত গোলাবারুদ ও যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করার অবস্থানে নেই। আমেরিকার ভিতরেই নীতিনির্ধারকগন যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ঘোর বিরোধী। সুতরাং এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ইউক্রেন এই যুদ্ধে হেরে গেছে।

রাশিয়াকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার ফাঁদে ফেলে তার অর্থনীতিকে চেপে ধরার যে কৌশল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়েছিল তা দৃশ্যত ভুল পদক্ষেপ হিসেবে উঠে এসেছে।

ব্রিকস, নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, ইত্যাদি পদক্ষেপ গুলো মূলত পশ্চিমাদের এই নিষেধাজ্ঞা, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং সুইফটকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে অপব্যবহারের প্রত্যক্ষ ফল।

পুতিন পশ্চিমা শক্তি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলো কে সাহায্য করার জন্য জাতিসংঘের নিষ্ক্রিয়তারও সমালোচনা করেছেন। তিনি জাতিসংঘের সংস্কার ও ভারত, ব্রাজিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেছেন। নিঃসন্দেহে এই প্রস্তাবের পিছনে একটি বড় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় যা ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা ও কৌশলগত প্রভাব কে ইঙ্গিত করে।

ন্যাটোর সম্প্রসারণ রাশিয়ার জন্য একটি ভূ-কৌশলগত হুমকি স্বরূপ। চিন, দক্ষিণ চিন সাগরে তাদের ভূ-কৌশলগত শক্ত অবস্থানকে নিজেদের অধিকার হিসেবে দেখে। চিনের উন্নতি দেখিয়েছে যে এই দেশ অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা বা বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে। বর্তমানে, রাশিয়ার সাথে চীনের কৌশলগত ঘনিষ্ঠ সহাবস্থান এবং বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ এর অধীনে অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোকে তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে, তার কাঠামোগত এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের অংশীদার হয়েছে। এটি কেবল মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায় নয় আফ্রিকাতেও এর প্রভাব বাড়িয়েছে। চীনের এই উত্থান পশ্চিমা শক্তির কাছে শঙ্কা ও উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। তাছাড়া, আফ্রিকায় বিশেষ করে পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকায় এক এক করে পশ্চিমা মিত্রদের আধিপত্য হারানো পশ্চিমা যুগের সমাপ্তিও বটে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের

রাশিয়াকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার ফাঁদে ফেলে তার অর্থনীতিকে চেপে ধরার যে কৌশল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়েছিল তা দৃশ্যত ভুল পদক্ষেপ হিসেবে উঠে এসেছে।

অন্যান্য দেশের সাথে তার মজবুত সম্পর্ক বর্তমান শতাব্দীতে যে কোন মানদণ্ডে সম্পূর্ণ ভিন্ন কৌশলগত পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে। যখন পশ্চিমা মিত্রশক্তিরা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে বহু জাতিকে ধ্বংস করে চলছিল তখন চীন তার” নরম শক্তি” প্রয়োগের মাধ্যমে এই আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতির কারণে একটি কৌশলগত ব্লকের আবির্ভাব ঘটেছে যা পূর্ব এবং পশ্চিমের মাঝে এক বিভাজন রেখা একে দিয়েছে। মি: পুতিন জি-২০ সম্মেলন কে সমালোচনা করে বলেন, জি-২০ সম্মেলন মূলত সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সমন্বয়ের জন্য সৃষ্ট কিন্তু বর্তমানে তার রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা চলছে। তিনি এর ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। মধ্য প্রাচ্যে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার সৌদি আরবের সাথে সম্পর্কের টানাপোড়ন চলছে বেশকিছু সময় ধরে। তার উপর, চীনের মধ্যস্থতায় রিয়াদ-তেহরান এর কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন পশ্চিমাদের কাছে এক বজ্রাঘাত। মোহাম্মদ বিন সালমান যখন অতিরিক্ত তেল উত্তোলনের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের অনুরোধ উপেক্ষা করেন, তখনই নিশ্চিত হয়েছিল মধ্য প্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য পতনমুখী। সম্প্রতি জো বাইডেন চীনের বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ এর পাল্টা কৌশল হিসাবে মধ্যপ্রাচ্য এবং ইসরাইলের মধ্য দিয়ে একটি ট্রান্স-আটলান্টিক রুট তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু, হামাস এবং ইসরাইলের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিক যুদ্ধের দামামা এই পরিকল্পনার কবর দিয়েছে।

দক্ষিণ এবং পূর্ব এশিয়ায় চিনের প্রভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র অন্তত এশিয়ায় চিন থেকে এক ধাপ পিছিয়ে আছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্রাটেজিক অংশীদার রাষ্ট্রসমূহ যেমন: ভারত, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও অস্ট্রেলিয়া চিনের প্রভাব বলয়ের কাছে কৌশলগত চাপে রয়েছে। গত দুই দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের সরকারের সাথে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক বজায় রেখে চলছিল কিন্তু চিন জনগণের সাথে জনগণের সম্পর্কের নীতি বজায় রেখেছে যার ফল আজ তারা পাচ্ছে। ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়া বরাবর বলে যাচ্ছে তারা শান্তিপূর্ণ সমাধান চায় কিন্তু পশ্চিমারা তাদের একগুয়ে নীতির কারণে আজ একটি জাতি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে।

নিঃসন্দেহে, হামাস-ইসরাইল যুদ্ধে ইরানের যথেষ্ট সমর্থন রয়েছে। ইসরাইলের আগ্রাসী এবং উদ্ধত পদক্ষেপ ফিলিস্তিনি জনগণের মাঝে চরম হতাশা এবং ক্ষোভ কাজ করছিল যা হামাসের উপর এক ধরনের কৌশলগত চাপ সৃষ্টি করেছিল।

তার পাশাপাশি ইরানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ইস্যু, শিয়া আধিপত্যশীল মধ্যপ্রাচ্য গঠন এবং ইসরাইল-সুন্নী রাষ্ট্র সমূহ বিশেষ করে সৌদি আরবের সম্পর্ক স্বাভাবিকরণ ভেস্তে দেবার উদ্দেশ্যে এই 'অপারেশন আল-আকসা ফ্লাড' শুরু করতে হয়।

রাশিয়া এবং চিন অবশ্যই প্রস্তুত ছিল মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো আগ্রাসী পদক্ষেপের পাল্টা জবাব দিতে।

যদিও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠনগুলো কর্তৃক জিম্মি আটকের ঘটনাটি এই যুদ্ধের এক ধরনের জটিল ডাইমেনশন দিয়েছে যা যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করতে এবং অনুকূলে রাখতে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামীদের সহায়ক হবে। যুক্তরাষ্ট্র যদি উন্মাদমোখর নেতানিয়াহুর খপ্পরে পড়ে এই যুদ্ধে জড়ায় তাহলে এটাই হবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বিশ্বের এক নম্বর পরাশক্তি থেকে পতনের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকা।

স্যার রমেশ মিত্র-এর প্রাচীন বাড়ি

আসাদ আলী

প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ঐতিহাসিক বহু ঘটনার স্বাক্ষী এই বাড়িটি। যিনি এই প্রাসাদোপম বাড়িটি বানিয়েছিলেন তিনি অতি উদার এক মহৎ হৃদয় ব্যাক্তি ছিলেন, এই এলাকায় তাঁর বহু অনন্য কৃত্বি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেই বিষয়ে অতি সংক্ষেপে আলোচনায় আসছি। যদিও এর আগেও আমি আমাদের এই এলাকার বহু ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নিয়ে দৈনিক “পূবের কলম”এ উত্তর সম্পাদকীয় তে “আমার গ্রাম আমার অহংকার” শিরোনামে লিখি এবং এতদঞ্চলে লেখাটির উপযোগিতা নিয়ে সাড়া পড়ে যায়। এবং এই এলাকার কিছু ঐতিহ্যবাহী ও ঐতিহাসিক বিষয়ে আমি আমার এক লেখক বন্ধুকে সহযোগিতা করি তিনি তাঁর গ্রন্থে আমার কথা উল্লেখ করেন, সেই গ্রন্থ টি কলেজ স্ট্রিট এর একটি নামি প্রকাশনী প্রকাশ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায়। তিনি আমাকে একটি বই দিয়েছিলেন, কোন এক বন্ধু বইটি পড়ে ফেরত দিয়ে যাবেন বলেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বইটি আর ফেরত আসেনি। এই প্রসঙ্গে প্রচলিত একটি প্রবাদ বাক্য মনে পড়ছে, “বই আর বউ একবার বাইরে গেলে আর ফেরত আসেনা।” এই অভিজ্ঞতা একবার নয় আমার বহুবারেই হয়েছে, না না বউয়ের কথা নয়, বইয়ের কথা বলছি। যাইহোক— এই মহৎ হৃদয় ব্যাক্তিটি হলেন স্বাধীনত্তোর ভারতের প্রথম অস্থায়ী বিচারপতি স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্র। এই বাড়িটি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার রাজারহাট ব্লকের বিষ্ণুপুর বাজারের পাশে অবস্থিত। এখানেই তাঁর তৈরী প্রায় দেড় শতাব্দীর প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ও ঐতিহাসিক উচ্চবিদ্যালয় ”বিষ্ণুপুর স্যার রমেশ ইনস্টিটিউশন” ও ”স্যার রমেশ লাইব্রেরি” অবস্থিত। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত হাড়োয়া থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ কি. মি. পিচ রাস্তা এখনো কালের স্বাক্ষী হয়ে আছে এবং এই বিস্তির্ণ এলাকার মানুষজন ও বহু যানবাহন চলাচল করে থাকে এই প্রায় দেড় শতাব্দী প্রাচীন রাস্তাটির উপর নির্ভর করে। পাঠকদের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এই জন্য যে, এখানে যে

বাড়ির ছবিটি দিলাম তা বাড়ির বাইরে থেকে নেওয়া, ভিতরের ছবি খুবই সুন্দর, সেখানে প্রাচীন ঠাকুর ঘর, দালান, বিশাল উঠোন ইত্যাদি আছে, ছবি ও নিয়েছিলাম, কিন্তু দুঃখ এই যে, স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নায়েবের বর্তমান প্রজন্ম এর কাছে জানতে পারি বাড়ির ভিতরের ছবি প্রকাশ করায় নিষেধ আছে স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বর্তমান প্রজন্মের। আছে বিদ্যালয়ের ছবি এবং লাইব্রেরীর। আমি গর্বিত যে আমি এই এলাকায় জন্মগ্রহণকারী, এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, এই লাইব্রেরীতে আমার বহু সময় কেটেছে, এই ঐতিহ্যবাহী ও ঐতিহাসিক এলাকায় আমার আমার শিশুকাল, যৌবন এখন পৌঢ়ত্বকে ছুঁয়ে ফেলেছি, এবং শেষ ঘুমটি এখানেই দেবো হয়তোবা।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

2-11-2025.pmd 1 03-11-2025, 22:55

সোমবার মানবাধিকার কমিশনের নিকট ডেপুটেশন কংগ্রেসের আইনজীবী সেলের। ছবি নিজস্ব।

তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাতুরে কলেজ ছাত্রীকে তিন পুরুষের গণধর্ষণ, অভিযুক্তরা পলাতক

কোয়েম্বাতুর, ৩ নভেম্বর : তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাতুরে বিমানবন্দর এলাকার কাছে রবিবার রাতে এক কলেজ ছাত্রীকে তিনজন পুরুষ দ্বারা গণধর্ষণের শিকার হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তরা প্রথমে ওই ছাত্রীর বন্ধুকে আক্রমণ করে এবং তাকে অপহরণ করে পালিয়ে যায়। ঘটনার পর পুলিশ অভিযুক্তদের ধরতে সাতটি বিশেষ টিম গঠন করেছে। পুলিশের মতে, ১৯ বছর বয়সী ওই কলেজ ছাত্রী তার বন্ধু সঙ্গীকে নিয়ে একটি গাড়িতে যাচ্ছিলেন, তখন তিনজন পুরুষ তাদের কাছে এসে বন্ধুকে আক্রমণ করে এবং ছাত্রীটিকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। বন্ধুটি তৎক্ষণাৎ পুলিশের কাছে খবর দেয় এবং পুলিশ দ্রুত তল্লাশি অভিযান শুরু করে। তারা ছাত্রীটিকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে এবং তাকে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সূত্র জানায়, রবিবার ওই অভিযুক্তরা একটি মোটরবাইক চুরি করে এবং পরে ছাত্রীটিকে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে।

এ ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যেই সাতটি বিশেষ দল গঠন করেছে এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জন্য তল্লাশি চালাচ্ছে।

ঘটনাটির পর, তামিলনাড়ুর প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি ক. অন্নামালাই মন্তব্য করেছেন যে, এই ঘটনা রাজ্য সরকারের মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থতার প্রমাণ। এক্স (পূর্বে টুইটার) এ পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'এই হামলা অত্যন্ত চমকপ্রদ এবং আমি ভুক্তভোগীর দ্রুত সুস্থতার কামনা করছি।' তিনি আরও অভিযোগ করেন, 'ডিএমকে সরকারের অধীনে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ঘটনা বেড়েই চলেছে, যা স্পষ্টভাবে দেখায় যে সমাজবিরোধী উপাদানগুলি আইন বা পুলিশের কোনো ভয় পায় না।'অন্নামালাই আরও অভিযোগ করেছেন, 'শাসক দলের মধ্যে যৌন অপরাধীদের সুরক্ষা দেওয়ার একটি প্রবণতা রয়েছে এবং পুলিশকে বিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করছে।' তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্টালিন তার মাথা লজ্জায় নত করুন, কারণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বর্তমানে মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে।'

এছাড়া, ফেব্রুয়ারি মাসে আরেকটি ঘটনা ঘটে, যেখানে সাত কলেজ ছাত্রকে ১৭ বছর বয়সী একটি মেয়েকে যৌন নির্যাতন করার অভিযোগে পোকসো আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই ছাত্ররা সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপে ওই মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে এবং পরে তাকে ধর্ষণ করে। পুলিশ সাতজনকেই গ্রেপ্তার করে এবং তাদের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রাখে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বড় মন্তব্য: "রাশিয়া ও চীন পারমাণবিক পরীক্ষা করছে, পাকিস্তানও করছে"

ওয়াশিংটন, ৩ নভেম্বর : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়া ও চীনের পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার বিষয়ে বড় মন্তব্য করেছেন। তিনি দাবি করেছেন যে পাকিস্তানও পারমাণবিক পরীক্ষা চালাচ্ছে। ট্রাম্প সিবিএস নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, চীন এবং রাশিয়া উভয়ই পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করছে, এবং এই কারণে আমেরিকাও পরীক্ষার ব্যাপারে ভাবছে। তিনি বলেন, 'আমরা একমাত্র দেশ নই যারা পারমাণবিক পরীক্ষা করছে না, এবং আমেরিকা একমাত্র দেশ হতে চায় না যে এই পরীক্ষা না করে।'

চীন এবং রাশিয়া সম্পর্কে ট্রাম্প বলেন, 'আমরাও দীর্ঘ পক্ষে খেলি। আমাদেরও তাদের জন্য বিপদ হতে হবে। আমি মনে করি, আমরা খুব ভালোভাবে একে অপরকে বুঝি এবং আমাদের একসাথে কাজ করে আরো বড়, ভাল এবং শক্তিশালী হতে হবে, তাদের শুধু পরাজিত করার বদলে।' এছাড়া, তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, 'দুজনেই খুব শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান নেতা। তাদের সঙ্গে খেলাধুলা করা সম্ভব নয়, তাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে।' সম্প্রতি, দক্ষিণ কোরিয়া সফরের সময় ট্রাম্প পেন্টাগনকে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা পুনরায় শুরু করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, 'আমাদের কাছে বিশ্বের যে কোনও দেশকে ১৫০ বার ধ্বংস করার মতো যথেষ্ট পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে।' ট্রাম্প আরও বলেন যে, রাশিয়া, চীন, উত্তর কোরিয়া এবং পাকিস্তান সবই পারমাণবিক পরীক্ষা করছে, এবং সুতরাং আমেরিকাও এই পরীক্ষা শুরুর কথা ভাবছে।

ট্রাম্প রাশিয়া এবং চীনে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা না থাকার বিষয়েও মন্তব্য করেন, 'রাশিয়া এবং চীন পরীক্ষা করছে, কিন্তু তারা এটি নিয়ে কোনও আলোচনা করছে না। আমরা একটি খোলামেলা সমাজ, আমাদের এটা নিয়ে কথা বলতে হবে।' চীনের তাইওয়ান আক্রমণের সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, ট্রাম্প বলেন, 'যদি এমন কিছু ঘটে, তবে আপনাদের তা জানতে হবে।'

সরকারের ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট অভিযান ৪.০: ২,০০০ শহর ও শহরে দুই কোটি পেনশনভোগীকে পৌঁছানোর লক্ষ্য

নতুন দিল্লি, ৩ নভেম্বর : সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট অভিযান ৪.০-র লক্ষ্য হল দুটি কোটি পেনশনভোগীকে পৌঁছানো, যাদের মধ্যে ২,০০০ এরও বেশি শহর ও শহর অন্তর্ভুক্ত হবে। এই অভিযানে সরকার পেনশনভোগীদের জন্য একটি স্যাচুরেশন-ভিত্তিক আউটরিচ অ্যাপ্রোচ গ্রহণ করেছে, যাতে প্রতিটি পেনশনভোগীকে ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট সেবা প্রদান করা হয়।

ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট পেনশনভোগীদের জন্য সরকারের ডিজিটাল সাশক্তিকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে দাঁড়িয়েছে, যা ডিজিটাল ইন্ডিয়া এবং লাইফ সিম্পিফিকেশন মিশনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই অভিযানটি প্রাথমিকভাবে পেনশনভোগীদের জন্য আধার-ভিত্তিক মুখ প্রমাণীকরণ প্রযুক্তির ব্যবহার করে ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট প্রদান করবে, যাতে পেনশনভোগীরা কোন বায়োমেট্রিক যন্ত্র ছাড়াই সহজে তাদের জীবন সনদ জমা দিতে পারেন।

ডাক বিভাগ এবং ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাংক পেনশনভোগীদের জন্য ডোরস্টেপ ডিএলসি পরিষেবা প্রদান করবে, যেখানে বিশেষ মনোযোগ দেয়া হবে অতিরিক্ত বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী পেনশনভোগীদের প্রতি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, 'ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেটের মতো ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগগুলি দেশের সকল বয়স্ক নাগরিকের জন্য পেনশন প্রক্রিয়াকে অনেক সহজ করে দিয়েছে।'

এই অভিযানটি ব্যাংক, ডাক বিভাগ, ইউআইডিএআই, এমইআইটি, এনআইসি, সিজিডিএ, রেলওয়ে, এবং পেনশনভোগী কল্যাণ সংস্থাগুলির মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলিকে একত্রিত করে। তাদের সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় পেনশনভোগীদের ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হবে।

জাতীয় তথ্যকেন্দ্র (এনআইসি) ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট নির্মাণের উপর বাস্তব-সময় মনিটরিং প্রদান করবে। এই পোর্টাল বিভিন্ন এজেন্সি দ্বারা ডিএলসি প্রস্তুতির প্রক্রিয়া অনুসরণ করে যাতে সঠিক সময়ে পেনশনভোগীদের জন্য সেবা নিশ্চিত করা যায়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং এই অভিযান সম্পর্কে বলেন, 'ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট অভিযান পেনশন বিতরণে একটি বিপ্লব নিয়ে এসেছে। এটি প্রযুক্তির সাহায্যে বয়স্ক নাগরিকদের জন্য পেনশন প্রাপ্তি সহজ করেছে এবং প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকা অনেক পুরনো নিয়মকে তুলে দিয়েছে, যা আগে এটি কঠিন করে তুলেছিল।'

এই অভিযানের মাধ্যমে সরকার পেনশনভোগীদের জন্য জীবন সনদ প্রদান প্রক্রিয়াকে আরও সহজ, দ্রুত এবং ডিজিটালভাবে সাশক্তিশালী করতে বদ্ধপরিকর।

আয়ুষ্মান ভারত: স্বাস্থ্যসেবা খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর : দেশের স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে আয়ুষ্মান ভারত উদ্যোগ একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। ২০১৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (এবি-পি এম জে এ ওয়াই) শুরুর মাধ্যমে সরকারের লক্ষ্য ছিলো দেশের সব প্রান্তে সাশ্রয়ী, মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া। বিশেষভাবে গরীব এবং সমাজের দুর্বল শ্রেণীর জন্য এই পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের সেরা এই পাবলিক হেলথ কভারেজ পরিকল্পনাটি এখন পর্যন্ত ৪২ কোটি মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করেছে, যার মধ্যে ৮৬.৫১ লাখের বেশি প্রবীণ নাগরিকও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

এটি প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং তৃতীয়ক পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে, বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত গরিব এবং পিছিয়ে পড়া জনগণের জন্য। ২০২৪-২৫ সালের অর্থনৈতিক জরিপ অনুসারে, এই যোজনা ইতোমধ্যে পরিবারগুলোকে প্রায় ১.৫২ লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয় করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া, আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন এবং আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের মতো উদ্যোগও স্বাস্থ্যসেবাকে আরও দ্রুত ও সহজলভ্য করে তুলছে, যেখানে টেলিকনসালটেশন সেবা দ্বারা দূরবর্তী এলাকাগুলিতে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে যাচ্ছে।

এছাড়া, প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অবকাঠামো মিশন (পি এম-এ বি.এইচ.আই.এম) ২০২১ সালে চালু হয়ে গ্রামাঞ্চল থেকে শুরু করে জেলা হাসপাতালে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে।

আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার দেশব্যাপী ৩৩,০০০ এরও বেশি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যে উন্নত সেবা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। এটির মাধ্যমে জনগণ হাসপাতালে ভর্তি থেকে শুরু করে চিকিৎসার জন্য পাঁচ লাখ টাকার স্বাস্থ্য কভারেজ পাচ্ছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে একদিকে যেমন স্বাস্থ্যসেবা সাশ্রয়ী হয়েছে, তেমনই দেশজুড়ে স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিত হয়েছে, যা ভবিষ্যতে বৃহত্তর স্বাস্থ্য সংকট মোকাবেলা করতে সক্ষম করবে।

উত্তরাখণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবসের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশন, রাষ্ট্রপতির বক্তব্য

দেওয়ালখণ্ড, ৩ নভেম্বর : সোমবার উত্তরাখণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবসের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে বিধানসভায় একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশন থেকে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রাজ্য বিধানসভাকে সম্বোধন করেন এবং বলেন, "২৫ বছরের এই যাত্রায় উত্তরাখণ্ড উন্নয়নমূলক লক্ষ্য অর্জনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে।" পরিবেশ, পর্যটন এবং শিক্ষা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্য উন্নতি করেছে বলে রাষ্ট্রপতি মন্তব্য করেন।

রাষ্ট্রপতি মুর্মু তাঁর বক্তব্যে বলেন, "আমি আনন্দিত যে, রাজ্যে সাক্ষরতার হার বেড়েছে, মহিলাদের শিক্ষা প্রসারিত হয়েছে, মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার কমেছে এবং স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত হয়েছে।" রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, "উত্তরাখণ্ডের এই অগ্রগতি বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিতকারী। রাজ্য সরকারের মহিলা ক্ষমতায়ন উদ্যোগের ফলে, সুসীলা বালুনি, বাচেন্দ্রী পাল, গৌরা দেবী, রাধা ভাট্ট ওন্দনা কাটারিয়া- এই মহিলাদের গৌরবময় ঐতিহ্য আরও সামনে এগিয়ে যাবে।"রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের আগে, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী বিধানসভায় বলেন, "৯ নভেম্বর, ২০২৫, উত্তরাখণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্ণ করবে। এটি শুধু একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, বরং উত্তরাখণ্ডের জনগণের জন্য আত্মমর্যাদা ও আবেগের মুহূর্ত। এই রাজ্য আমাদের মা-বোন, যুবক-যুবতী ও জাতীয় নেতাদের অক্লান্ত সংগ্রাম ও সাহসের প্রতীক।"

মুখ্যমন্ত্রী ধামী বলেন, "আমরা পৃথক রাজ্যের জন্য দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করেছি। এই সংগ্রামে অসংখ্য সাধারণ মানুষ বিচার, সম্মান ও আত্মমর্যাদার জন্য লড়াই করেছেন। আমি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, যাদের ত্যাগ ও আত্মবলিদানের ফলে আমরা এই ২৫ বছরের গৌরবময় যাত্রা পার করতে পেরেছি।"তিনি আরও বলেন, "আমাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় যে মূল্যবোধ, আদর্শ এবং আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে এটি গড়ে উঠেছিল, তা রক্ষা করা এবং সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণতা দেওয়া আমাদের সবার কর্তব্য।"

আমাজনে কর্মী ছাঁটাই: ভোরে দুটি টেক্সট মেসেজে জানানো হলো চাকরি চলে যাওয়ার খবর

নিউইয়র্ক, ৩ নভেম্বর : বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম কোম্পানি আমাজন, সম্প্রতি একটি চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই কোম্পানির হাজার হাজার কর্মী একটি টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে জানলেন যে তাদের চাকরি আর নেই। এই বার্তাগুলো ভোরের আগে পাঠানো হয়, যা আরও এক দফা ছাঁটাইয়ের চিহ্ন হিসেবে দেখা যাচ্ছে। এবার মোট ১৪,০০০ কর্মী ছাঁটাইয়ের মুখোমুখি হয়েছেন, যারা বিভিন্ন টিমে কর্মরত ছিলেন।

বিজনেস ইনসাইডারের পর্যালোচনায় পাওয়া স্ক্রীনশট অনুযায়ী, আমাজন দুইটি টেক্সট মেসেজ পাঠিয়েছে যার মধ্যে প্রথমটি কর্মীদের তাদের ব্যক্তিগত বা কাজের ইমেইল চেক করতে বলেছিল, এবং দ্বিতীয়টি একটি হেল্প ডেস্ক নম্বর দিয়েছিল যদি তারা 'আপনার ভূমিকা সম্পর্কিত কোন ইমেইল বার্তা' না পেয়ে থাকেন। এই মেসেজগুলো ইমেইল পাঠানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই পাঠানো হয়েছিল, যাতে কর্মীরা অফিসে এসে কোন বিভ্রান্তিতে পড়েন না এবং তাদের ব্যাজগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার পর তারা কাজ করতে না আসেন।

এই ধরনের টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে কর্মী ছাঁটাই করার নতুন পদ্ধতি কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা সৃষ্টি করেছে, বিশেষ করে এর অ-ব্যক্তিগত প্রকৃতির কারণে। এটি একটি বাড়ন্ত প্রবণতা, যা প্রযুক্তি সংস্থাগুলি যেমন গুগল ও টেসলার মধ্যেও দেখা যাচ্ছে, যেখানে কর্মীরা হঠাৎ করেই সিস্টেম থেকে লক হয়ে যান, প্রায় কোনো পূর্বসতর্কতা ছাড়া।

আমাজন জানিয়েছে যে এই ছাঁটাইয়ের মূল লক্ষ্য তাদের রিটেল ম্যানেজমেন্ট টিমগুলো, যা গত বছর থেকে শুরু হওয়া কর্মীসংকোচনের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার অংশ। কোম্পানির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই পদক্ষেপটি তাদের অপারেশনগুলো আরও সুচারুভাবে পরিচালনা এবং 'নতুন উদ্ভাবনে' সহায়তা করতে নেওয়া হয়েছে।

আমাজনের মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান, বেদ গালেতি, একটি অভ্যন্তরীণ মেসেজে জানিয়েছেন যে প্রভাবিত কর্মীরা পরবর্তী ৯০ দিন পর্যন্ত পূর্ণ বেতন এবং সুবিধা পাবেন, সেই সাথে ছাঁটাই প্যাকেজ এবং চাকরি খোঁজার সহায়তা পাবেন। 'আমরা এই সিদ্ধান্তগুলো হালকাভাবে নিইনি,' গালেতি তার বার্তায় বলেছেন। 'এই পরিবর্তনের মধ্যে আমরা আপনাদের পাশে আছি।'

এছাড়া, গালেতি একটি ব্লগ পোস্টে জানিয়েছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অগ্রগতি আমাজনের অপারেশন পরিবর্তন করছে। তিনি বলেন, "বিশ্ব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এআই-এর এই নতুন প্রজন্ম ইন্টারনেটের পর সবচেয়ে রূপান্তরকারী প্রযুক্তি এবং এটি কোম্পানিগুলোর জন্য দ্রুত উদ্ভাবন করার সুযোগ তৈরি করছে।"

একটি অভ্যন্তরীণ ইমেইলে কর্মীদের জানানো হয় যে তাদের ব্যাজ অ্যাক্সেস সীমিত করা হয়েছে এবং একটি অ-কর্মদিবস শুরু হবে, যার মধ্যে তারা পূর্ণ বেতন ও সুবিধা পাবেন। ইমেইলে কর্মীদের জানানো হয় কিভাবে তারা আমাজনের অভ্যন্তরীণ সরঞ্জাম যেমন এ টু জেড অ্যাপ এবং মাইএইচআর ব্যবহার করে সাহায্য পেতে পারেন, কোম্পানির জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে বা ফেরত দিতে পারেন।

কর্মী ছাঁটাইয়ের এই প্রক্রিয়া একটি সুক্ষ্মভাবে তৈরি বার্তায় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, যাতে গালেতি ব্যক্তিগতভাবে কর্মীদের আশ্বস্ত করেন যে আমাজনের মানবসম্পদ টিম তাদের ২৪ ঘণ্টা সাহায্য করতে প্রস্তুত রয়েছে। তিনি বলেন, "যদি কোনও সমস্যা হয়যেমন কানেকটিভিটি সমস্যা, পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন, বা অন্য কোন সমস্যাঅবশ্যই এই ইমেইলে প্রতিক্রিয়া জানাবেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে আপনাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে।"

এই ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত এমন সময় নেয়া হয়েছে যখন আমাজন সম্ভাব্যভাবে একটি রেকর্ড-ব্রেকিং হোলি ডে কোয়ার্টার মুখে। বিশ্লেষকদের মতে, এটি ১৪০ বিলিয়ন ডলার সেলস অতিক্রম করতে পারে। তবে, একই সময়ে কোম্পানিকে এআই চালিত অটোমেশন দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার মধ্যে নমনীয় ও খরচ সাশ্রয়ী থাকতে হচ্ছে।

ইমার্জিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইনোভেশন কনক্লেভ ২০২৫ উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার ভারতের রাজধানী দিল্লির ভারত মণ্ডপমে ইমার্জিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইনোভেশন কনক্লেভ (ইএসটিআইসি) ২০২৫ উদ্বোধন করেছেন। এ অনুষ্ঠানে, তিনি দেশের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতাকে শক্তিশালী করতে ১ লাখ কোটি রুপির একটি নতুন গবেষণা, উন্নয়ন ও উদ্ভাবন (আরডিআই) ফান্ডের উদ্বোধন করেন।এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী উপস্থিত জনগণকে সম্বোধন করেন এবং বলেন, 'আজকের অনুষ্ঠান বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে, তবে তার আগে আমি ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের ঐতিহাসিক জয়ের কথা বলতে চাই। পুরো দেশ তাদের এই দুর্দান্ত সাফল্যে গর্বিত। আমি দলকে অভিনন্দন জানাই এবং তাদের সকল খেলোয়াড়কে শুভকামনা জানাই, যারা ভারতকে গর্বিত করেছেন।'

পৃথিবীর মধ্যে ভারতের যাত্রার এক নতুন সাফল্য প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'গতকাল, ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) ভারতীয় নৌবাহিনীর জিস্যাট-৭আর (সিএমএস-০৩) যোগাযোগ স্যাটেলাইট সফলভাবে উৎক্ষেপণ করেছে। আমি ইসরো এবং এই মিশনে যুক্ত সকল বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানাই। আজ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল। নতুন উদ্ভাবন নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন ছিল, এবং এই ভাবনা থেকে ইএসটিআইসি কনক্লেভের ধারণা তৈরি হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, "বিজ্ঞানে পরিবর্তনের গতি এখন আর লিনিয়ার নয়, বরং এক্সপোনেনশিয়াল। আমাদের সরকার গবেষণা ও উন্নয়নে নতুন সুযোগ তৈরির জন্য ১ লাখ কোটি রুপির আরডিআই ফান্ড চালু করেছে। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠানে নয়, বেসরকারি খাতে উদ্ভাবনকে আরও প্রোমোট করা। একটি আধুনিক উদ্ভাবন ব্যবস্থা তৈরির জন্য, আমরা 'গবেষণায় সুবিধা' দেওয়ার উপর জোর দিচ্ছি। এই দিকেই আমাদের সরকার ইতিমধ্যেই বৈজ্ঞানিক উন্নয়নকে সহায়তা করার জন্য আর্থিক নিয়ম এবং ক্রয়নীতিতে সংস্কার করেছে।ইএসটিআইসি ২০২৫ কনক্লেভ ৩ থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। এই কনক্লেভে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা ইনস্টিটিউট, শিল্প, সরকার, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক এবং নীতি নির্মাতারা অংশগ্রহণ করবেন।

এই ইভেন্ট ১১টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ক ক্ষেত্রের উপর ফোকাস করবে, যার মধ্যে রয়েছে: এডভান্সড ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, বায়ো-ম্যানুফ্যাকচারিং, ব্লুইকোনমি, ডিজিটাল কমিউনিকেশন, ইলেকট্রনিক্স এবং সেমিকন্ডাক্টর ম্যানুফ্যাকচারিং, উদীয়মান কৃষি প্রযুক্তি, এনার্জি, পরিবেশ ও জলবায়ু, স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা প্রযুক্তি, কোয়ান্টাম সায়েন্স এবং প্রযুক্তি, এবং মহাকাশ প্রযুক্তি।

দুঃখজনক দুর্ঘটনা: ভ্রষ্ট সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১০, আহত ৫০, চালক গ্রেফতার

জয়পুর, ৩ নভেম্বর : রাজস্থানের জয়পুরে এক ভ্রষ্ট ট্রাকচালকের হাতে প্রাণ হারালেন অন্তত ১০ জন, আহত হলেন ৫০ জনেরও বেশি। সোমবার সকালে, লোহামান্ডি রোডে এই মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে, যেখানে একটি ডাম্পার ট্রাক প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত গাড়ি ও মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দিয়ে চলে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, চালক সম্ভবত মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন এবং একাধিক দুর্ঘটনা ঘটানোর পরও গাড়ি চালাতে থাকেন।

দুর্ঘটনাটি ঘটে যখন ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ি এবং মোটরসাইকেলগুলোর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা জানান, চালক ধাক্কা দিয়ে চলে যাওয়ার সময় একের পর এক গাড়ি এবং মোটরসাইকেলকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। অবশেষে একটি বড় দুর্ঘটনার পর ট্রাকটি থেমে যায় এবং স্থানীয় পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে কিছু মানুষ গাড়ির নিচে চাপা পড়েছিল। আহতদের দ্রুত কাছের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, এবং নিহতদের পরিচয় শনাক্ত করার কাজ চলছে।

পুলিশ জানিয়েছে, চালককে আটক করা হয়েছে এবং তার মদ্যপানের প্রমাণ যাচাই করতে চিকিৎসা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

এটি ঘটেছিল গতকাল একই রাজ্যে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর। রবিবার, একটি টেম্পো ট্রাভেলার ট্রেলার ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে পড়ে, ফলে ১৫ জন নিহত হন এবং ২ জন আহত হন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা এ ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং আহতদের পরিবার ও আহতদের চিকিৎসা সহায়তার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

সোমবার মেলারমাঠস্থিত ছাত্র যুব ভবনে ডিওয়াইএফআই'র ৪৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বাঙালির উৎবের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না

সদ্য উৎব শেষ হয়েছে। তাই ভূরিভোজেও খানিক দাঁড়ি পড়েছে। তবে রসনাতৃপ্তি পেতে বাঙালির উৎবের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। বাঙালির হেঁশেলে বছরভর খাদ্য উৎব চলতে থাকে। শীতের আমেজ পড়তে শুরু করেছে। উৎব না থাকলেও, এই সময় মুখরোচক পদ না রাঁধলে চলে না। বাহারি খাবার যতই থাক, মাছের প্রতি বাঙালির অটুট প্রেম। বর্ষার মতো শীতের ভোজেও থাক ভুনা, তবে খিচুড়ির নয়, পাবদা মাছের। রইল প্রণালী।

উপকরণ:

পাবদা মাছ: ৫০০ গ্রাম
কালো জিরে: ১ চা চামচ
কাঁচালঙ্কা: ৬টি
পেঁয়াজ কুচি: ১ কাপ
রসুন বাটা: ২ চা চামচ
জিরে গুঁড়ো: আধ চা চামচ
হলুদ গুঁড়ো: ১ টেবিল চামচ
লঙ্কার গুঁড়ো: ১ চা চামচ

নুন: স্বাদমতো
ধনেপাতা কুচি: ৩ টেবিল চামচ
তেল: পরিমাণ মতো

প্রণালী:

পাবদা মাছগুলি ভাল করে ধুয়ে নুন, হলুদ মাখিয়ে ভেজে নিন।
এ বার মাছ ভাজার তেলেই কালো জিরে, কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে হালকা নেড়েচেড়ে পেঁয়াজকুচি দিয়ে দিন।
পেঁয়াজের রং বাদামি হয়ে এলে রসুন বাটা দিয়ে নাড়তে থাকুন। এর পর একে একে হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো এবং নুন দিয়ে কষাতে থাকুন। কষানোর সময় গ্যাসের আঁচ কমিয়ে রাখতে হবে। কষাতে কষাতে মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে পরিমাণ মতো গরম জল দিয়ে ঢেকে দিন। ঝোল ফুটতে শুরু করলে আগে থেকে ভেজে রাখা মাছগুলি দিয়ে দিন। ঝোল শুকিয়ে এলে উপর থেকে ধনেপাতা এবং সর্ষের তেল ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

মাংস দিয়ে হয় কষা

বাজারে গেলেই মুরগির মাংস আসবেই আসবে। সেই মুরগি দিয়ে হয় কষা না হয় স্টু বানিয়ে ফেলেন কেউ কেউ। তবে রোজ রোজ চিকেনের ঝাল-ঝোল খেয়ে অরুচি এসেছে? তাহলে বানিয়ে ফেলতে পারেন দক্ষিণী কায়দার চিকেন। রইল মালাবার চিকেন কারির রেসিপি।

উপকরণ:

মুরগির মাংস: ১ কেজি
আদা বাটা: ১ চা চামচ
রসুন বাটা: ১ চা চামচ
কাঁচা লঙ্কা: ৪টি
কারি পাতা: ১০-১২টি
পেঁয়াজ: ৪টি
গোটা ধনে: ২ টেবিল চামচ
শুকনো লঙ্কা: ৫টি
গোটা গোলমরিচ: ১ টেবিল চামচ
গোটা জিরে: ১ চা চামচ
সর্ষে: ১ চা চামচ
মেথি: ১ চা চামচ
দারুচিনি: ২ ইঞ্চি মাপের ১ টি
নারকেল কোরা: ১ কাপ
হলুদ গুঁড়ো: ১চা চামচ
ধনে পাতা কুচি: আধ কাপ
লঙ্কা গুঁড়ো: ১ চা চামচ

পাতিলেবু: ১টি
সাদা তেল: পরিমাণ মতো
নুন ও চিনি: স্বাদ মতো

প্রণালী:

কড়াইয়ে অল্প তেল গরম করে একে একে গোটা ধনে, গোটা জিরে, শুকনো লঙ্কা, সর্ষে, মেথি, গোটা গোলমরিচ, দারুচিনি হাল্কা করে ভেজে নিন। শেষে নারকেল কোরা দিয়ে লালচে করে ভেজে নিন। মশলাটি ঠান্ডা করে মিক্সিতে অল্প জল দিয়ে ঘুরিয়ে নিন। কড়াইয়ে আবার তেল দিয়ে পেঁয়াজ কুচি, আদা-রসুন বাটা দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। তার পর চেরা কাঁচা লঙ্কা, কারি পাতা আর মাংসের টুকরো দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করুন। একে একে হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, নুন, চিনি আর পাতিলেবুর রস দিয়ে আরও বেশ কিছু ক্ষণ কষিয়ে নিন। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে বেটে রাখা মশলা মিশিয়ে দিয়ে কড়াই ঢেকে দিন। এই মশলায় খুব বেশি জল ব্যবহার করা হয় না। সামান্য জল দিয়ে মাংস সেদ্ধ করে নিন। গ্রেভি শুকিয়ে এলে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে কড়াইটি মিনিট পাঁচেক আরও ঢেকে রাখুন। গরম ভাত কিংবা পরোটার সঙ্গে পরিবেশন করুন মালাবার চিকেন কারি।

পাঁচ ভঙ্গি: ঘাড়, কোমরের ব্যথা সারাতে অভ্যাস করে ফেলতে পারেন

একটা বয়সের পর ঘাড়, কোমরের ব্যথায় ভোগেন বেশির ভাগ মানুষ। কম বয়সে দেহের পেশির উপর অত্যধিক চাপ, হাড় ক্ষয়ে যাওয়ার কারণে এই ধরনের সমস্যা বেড়ে যায়। তবে ঘাড়, কোমরের ব্যথার জন্য এই প্রজন্মের কর্মসংস্কৃতিও অনেকাংশে দায়ী। দিনের বেশির ভাগ সময়েই কাটে ঘাড় গুঁজে। ল্যাপটপ, মুঠোফোনে চোখ রেখে। আর তা থেকেই যত সমস্যার সৃষ্টি। এই ধরনের ব্যথা বশে রাখতে নিয়মিত কিছু ভঙ্গি অভ্যাস করার পরামর্শ দেন প্রশিক্ষকেরা। কাজে বেরোনোর আগে এই সব ভঙ্গি অভ্যাস করতে খুব বেশি সময়ও লাগে না। তবে তাড়াতাড়ি ফল পেতে চাইলে ধৈর্য নিয়ে, সঠিক ছন্দে অভ্যাস করা জরুরি।

১) স্ট্যান্ডিং ফরওয়ার্ড বেন্ড

সোজা হয়ে দাঁড়ান। তার পর আস্তে আস্তে পা দুটো সামান্য ফাঁক করুন।

এবার ভাল করে শ্বাস নিতে নিতে হাত দুটো উপরের দিকে তুলুন। এ বার আস্তে আস্তে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশ সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন। হাতের সাহায্যে গোড়ালি স্পর্শ করুন। খেয়াল রাখবেন হাঁটু যেন না ভাঙে। ২০-৩০ সেকেন্ড এই অবস্থায় থাকার পর আগের অবস্থায় ফিরে যান।

২) ট্রায়াঙ্গল পোজ

প্রথমে দু'টি পা ফাঁক করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। হাত দু'টি দু'পাশে লম্বা করে দিন। এ বার বাঁ পাশে শরীরকে বেঁকিয়ে বাঁ হাত দিয়ে বাঁ পায়ের আঙুলকে স্পর্শ করুন। ডান হাতটি উপরের দিকে একেবারে সোজা করে রাখতে হবে। হাঁটু দু'টি ভাঙা চলবে না। দশ অবধি গুনুন। এ বার দু'টি হাত না ভেঙে সোজা হয়ে দাঁড়ান। একই ভাবে ডান হাত দিয়ে ডান পায়ের আঙুল স্পর্শ করুন। ৩ বার এই আসনটি করুন।

৩) ডাউনওয়ার্ড-ফেসিং ডগ

প্রথমে মাটির দিকে মুখ করে শুয়ে পড়ুন। তার পর মাটি থেকে কোমর উঁচু করে তুলে ধরুন। পা এবং হাতের উপর ভর দিয়ে রাখুন। মাটির সঙ্গে দেহের অবস্থান এমন ভাবে থাকবে, যেন দেখতে ত্রিভুজের মতো লাগে।

৪) লেগ আপ দ্য ওয়াল

প্রথমে চিতহয়ে শুয়ে পড়ুন। এ বার দু'পা একত্রে সোজা করে মাটি থেকে উপরে তুলতে চেষ্টা করুন। হাতে ভর দিয়ে কোমর ধীরে ধীরে উপর দিকে তুলতে চেষ্টা করুন। শরীরের অবস্থান অনেকটা সর্বাঙ্গাসনের মতো দেখতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে এই আসন অভ্যাস করার সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাস যেন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে।

৫) বো পোজ পেট উপুড় করে শুয়ে পড়ুন। তার পর হাঁটু ভাঁজ করে পায়ের পাতা যতটা সম্ভব পিঠের উপর নিয়ে আসুন। এ বার দু'হাত পিছনে নিয়ে গিয়ে গোড়ালির উপর শক্ত করে চেপে ধরুন। চেষ্টা করুন পা দুটো মাথার কাছাকাছি নিয়ে আসতে। এই ভঙ্গিতে মেঝে থেকে বুক হাঁটু এবং উরু উঠে আসবে। তলপেট এবং পেট মেঝেতে রেখে উপরের দিকে তাকান। এই ভঙ্গিতে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড থাকুন। তার পর পূর্বের ভঙ্গিতে ফিরে যান। এই আসন বার তিনেক করতে পারেন।

অতি ব্যবহার ডেকে আনে জোড়ের ব্যথা

"এ ব্যথা কী যে ব্যথা"... সত্যি তাই! সদ্য পেরোনো পুজোয় অনেক মনের ব্যথায় মলম লেগেছে, অনেকে ব্যথা পেয়েছে নতুন করে। কিন্তু দেহের ব্যথা যাঁদের নিত্যসঙ্গী, তাঁদের মনের ব্যথার খবর রাখার সময় কোথায়! রোজ হাঁটু মুড়ে ঘর মোছা, ঘাড়ে-কনুইয়ের জোড়ের নির্দিষ্ট জায়গায় রোজ একই ভাবে চাপ লাগা ডেকে আনে বিপদ।

ব্যথার রকমফেরের মধ্যে বার্সাইটিস এর অন্যতম কারণ। চিকিতকদের মতে, আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক নড়াচড়ার জন্য হাড় ও পেশির জোড়ের (জয়েন্ট) মাঝে এক ধরনের তরল (ফ্লুইড) ভরা থলি থাকে, যাকে বলা হয় "বার্সা"। এই থলি আসলে জোড়গুলোকে আগলে রাখে। কিন্তু ক্রমাগত চাপ পড়লে সেখানে প্রদাহ হয়। শুরুতে সতর্ক না হলে বার্সা নষ্টও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ব্যথা আরও চেপে বসবে শরীরে। চিকিৎসক অনিন্দ্য বসুর কথায়, "নিয়মিত ওজন বওয়া, জিম করা, বিশেষ করে অ্যাথলিটদের ক্ষেত্রে বার্সাইটিস দেখা যায়। হাঁটু মুড়ে বসে ঘর মোছেন যাঁরা, তাঁদেরও হতে পারে এ রোগ। এ ছাড়াও প্রার্থনার জন্য হাঁটু মুড়ে বসার থেকেও বার্সাইটিস হতে পারে। আবার কোনও টুমা, জোরে আঘাত লাগলে বা আর্থাইটিস থাকলে, তাঁদেরও আঁকড়ে ধরতে পারে এই সমস্যা। বলা যায়, আঘাত বা শরীরের কোনও জোড়ের অতিরিক্ত ব্যবহার বার্সাইটিসের কারণ হতে পারে।" তবে শুরুতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে দু'-তিন সপ্তাহেই ব্যথা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যে কারণে সমস্যা হচ্ছে, সেই কাজটা বন্ধ রাখা জরুরি। তার পরে বিশ্রাম, ঠান্ডা সেঁক, ক্রেপ ব্যান্ডেজ বেঁধে রাখার মতো পরামর্শ দেওয়া হয়। হাঁটুতে সমস্যা হলে হাঁটু মুড়ে কাজ করায় নিষেধ করা হয়। পরিস্থিতি আরও একটু গুরুতর হলে ওই থলি থেকে ফ্লুইডটা বার করে বা থলিটাই বার করার মতো পদক্ষেপ নেন চিকিতকেরা।

আমাদের হাঁটু, কনুই, ঘাড়, নিতম্ব সব জায়গাতেই বার্সা থাকে। হঠাতকরে কয়েক দিন ধরে প্রচণ্ড ব্যথা, ফুলে যাওয়া বার্সাইটিসের অন্যতম লক্ষণ। ঘাড়ে সব সময়ে ফোলাটা বোঝা যায় না। তবে চিকিতকের কাছে গেলে সাধারণ আর বার্সাইটিসের মধ্যে ফারাক তিনি বুঝতে পারেন সহজেই। চিকিতকদের মতে, বাতের ব্যথা যেমন অনেক দিন ধরে আস্তে আস্তে হয়। বার্সাইটিসের ফোলা ভাবটা চোখে পড়ার মতো হয়। তার সঙ্গে শরীরের সেই অংশ লাল হয়ে যাওয়া, কোনও নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে দীর্ঘক্ষণ বসে বা দাঁড়িয়ে থাকলে ব্যথা বাড়তেও দেখা যায়। এক্স-রে নয়, বার্সাইটিস বোঝা যায় ইউএসজি করলে। প্রয়োজনে এমআরআই করাতে হয়। অর্থোপেডিক সার্জন রঞ্জন কামিল্যার কথায়, "রোগী ডায়াবেটিক কি না, কিডনিতে কোনও সংক্রমণ রয়েছে কি না, এ সব দেখে নেওয়া জরুরি। এই দুই রোগে বার্সাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। চিকিৎসায় কাজ না হলে পুরো থলিটাই বার করে দিতে হয়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বার্সাইটিস সারিয়ে তোলা যায়। স্বাভাবিক ভাবে কাজকর্ম করাও যায়। শুধু যে অঙ্গের সুরক্ষা-কবচ (বার্সা) ক্ষতিগ্রস্ত, তা আগলে রাখতে হয় একটু বেশি।" মন খারাপ হলে, মন ভাঙলে যেমন মনের যত্ন নিতে হয়। তেমনই "শরীরের নাম মহাশয়" বলে "যা সহাবে, তাই সয়" ভেবে না নেওয়াটাই বাঞ্চনীয়। শরীরে কষ্ট হলে সে বিষয়ে সাবধান হতে হবে বইকি!

কলমি চিংড়ির বড়া

ভাতের সঙ্গে প্রথম পাতে বড়া না থাকলে অনেকেরই খাওয়া হয় না। ডালের সঙ্গে ভাজাভুজি খেতেও অনেকে ভালবাসেন। আর সেই বড়ায় যদি চিংড়ি পড়ে, তা হলে তো কোনও কথাই নেই। কলমি শাক আর চিংড়ির মেলবন্ধনে বানিয়ে ফেলতে পারেন কলমি চিংড়ির বড়া। রইল প্রণালী।

উপকরণ:

কলমি শাক: ১ আঁটি (কুচি করে কাটা)
কুচো চিংড়ি: ২৫০ গ্রাম
রসুন কুচি: ২ টেবিল চামচ
কাঁচালঙ্কা কুচি: ৪-৫ টেবিল চামচ
ধনেপাতা কুচি: আধ কাপ
জোয়ান: ১ চা চামচ
পাতিলেবুর রস: ২ টেবিল চামচ
কর্নফ্লাওয়ার: ৩ টেবিল চামচ
চালের গুঁড়ো: ৩ টেবিল চামচ
পেঁয়াজ কুচি: ৩ টেবিল চামচ
নুন ও গোলমরিচ: স্বাদমতো
তেল: পরিমাণ মতো

প্রণালী: কুচো চিংড়ি পরিষ্কার করে নিয়ে নুন, হলুদ, গোলমরিচ দিয়ে মাখিয়ে রাখুন। একটি পাত্রে কলমি শাক কুচি, চিংড়ি কুচি ও বাকি সব উপকরণ মিশিয়ে নিন। এ বার অল্প মাত্রায় জল মিশিয়ে ছোট ছোট পকোড়ার আকারে গড়ে ডুবো তেলে ভেজে নিন। ভাতের সঙ্গেই হোক কিংবা স্টার্টার হিসাবে পরিবেশন করুন কাসুন্দির সঙ্গে।

শীতের শুরুতেই বাড়ছে চোখের সমস্যা

শহরে শীতের পরশ ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করেছে। যদিও ভিড় বাস বা মেট্রোয় এখনও ঘামছেন মানুষ, তবে বিকেল গড়ালে আবার খানিক ঠান্ডার আমেজ। শীতের এই খেয়ালিপনায় জাঁকিয়ে বসেছে অসুখ-বিসুখ। হাঁচি-কাশি, জ্বর-জ্বর ভাব, গা-হাত-পা ম্যাজম্যাজ এমন উপসর্গ এখন ঘরে ঘরে। চিকিতক এবং পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর নেপথ্যে রয়েছে দূষণ।

শীতের শুষ্কতা আর দূষণ এই দুইয়ের ফলায় ভুগছেন কলকাতাবাসী। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ন, গাড়ির ধোঁয়া নানাবিধ কারণে বায়ুদূষণ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। কয়েক দিন পরেই দীপাবলি। বাজির ধোঁয়ায় বায়ুদূষণের তীব্রতা আরও কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। বায়ুদূষণের কারণে শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি ছাড়াও চোখের অসুখের প্রকোপও বাড়ছে। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, দূষণের কারণে চোখে অস্বস্তি, চোখ থেকে জল পড়া, চোখে চুলকানির মতো নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন মানুষ। বায়ুদূষণের কারণে বিশেষ করে ধোঁয়াশার কারণে ড্রাই আইজ, কনজাঙ্কটিভাইটিস, চোখের পাতা ফুলে যাওয়া, দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যার শিকার হচ্ছেন মানুষ। বাতাসে কার্বন-ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেনের মতো গ্যাসের প্রকোপ বাড়লে চোখের প্রদাহ বাড়ে। দূষণের হাত থেকে চোখকে বাঁচাতে কী ভাবে সতর্ক হবেন? ১) রাস্তায় বেরোলে সানগ্লাস ব্যবহার করুন, চোখ সুরক্ষিত থাকবে।

২) দূষণের জেরে চোখ শুষ্ক হয়ে যায়, তাতে আরও সমস্যা বাড়ে। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে আই ড্রপ ব্যবহার করুন। ঘন ঘন চোখে আঙুল দিয়ে ঘষাঘষি করবেন না। এতে চোখ আরও শুষ্ক হয়ে যায়। ৩) শরীরে জলের ঘাটতি হলেও চোখের সমস্যা বেড়ে যায়, তাই শরীরে জলের পর্যাপ্ত জোগান দিতে হবে। শীতকালেও দিনে আড়াই থেকে তিন লিটার জল খাওয়া জরুরি। ৪) কালীপুজোর আগে এবং পরে বাতাসে দূষণের পরিমাণ আরও বেড়ে যাবে। ওই সময় যতটা সম্ভব বাড়ির ভিতরে থাকার চেষ্টা করুন। বাইরে বেরোলেও সানগ্লাস পরে তবেই বেরোন। ৫) চোখে কোনও রকম সংক্রমণ হলে ফেলে রাখবেন না। চিকিতকের পরামর্শ ছাড়া কোনও রকম আইড্রপ ব্যবহার করবেন না। চোখ লাল হলে, ফুলে গেলে, চুলকানি হলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

কেঁকড়া চুলের যত্ন

চুল সোজা হলে যত্ন নেওয়া যতটা সহজ হয়, কেঁকড়া চুলের ক্ষেত্রে সেটা বেশ কঠিন হয়ে যায়। বটের ঝুরির মতো একমাথা কেঁকড়া চুল দেখতে মন্দ লাগে না। তবে সমস্যা হল কেঁকড়া চুল সহজেই উসকোখুসকো হয়ে যায়। কেঁকড়া চুলে জট পড়ার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। সোজা চুলে যে ভয়টা একেবারেই নেই। প্রকৃত যত্নের অভাবে কেঁকড়া চুল আরও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আসলে অনেকেই সারা দিনে বিভিন্ন কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে, বাড়তি নজর দিয়ে কেঁকড়া চুলের যত্ন নেওয়া হয়ে ওঠে না। তবে সহজ কয়েকটি প্যাকের খোঁজ পেলে কেঁকড়া চুলের যত্ন নিতে পারেন সহজেই।

ডিম এবং অলিভ অয়েল

শরীরের যত্ন নিতে এই দু''টি উপকরণের জুড়ি মেলা ভার। তবে কেঁকড়া চুলের যত্নেও ডিম এবং অলিভ অয়েল ব্যবহার করতে পারতে পারেন। অলিভ অয়েল, সামান্য অ্যাভোকাডো অয়েল, নারকেল তেল এবং ডিমের সাদা অংশ একসঙ্গে ফেটিয়ে প্যাক বানিয়ে নিন। কেঁকড়া চুল মসৃণ রাখতে এই প্যাকের উপর ভরসা রাখতে পারেন।

দই এবং ভিনিগার

টক দই আর আপেল সিডার ভিনিগার কেঁকড়া চুলের খেয়াল রাখতে পারে। এই দু''টি উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে বাড়িতেই প্যাক বানিয়ে নিন। চুলে লাগিয়ে ঘণ্টাখানেক রেখে ধুয়ে ফেলুন। চুল কোমল এবং মসৃণ হবে।

বেকিং সোডা

হেঁশেলের নানা টুকিটাকি কাজে বেকিং সোডার ব্যবহার হয়েই থাকে। তবে কেঁকড়া চুলের দেখাশোনাতেও বেকিং সোডা কম উপকারী নয়। শ্যাম্পুর মধ্যে খানিক বেকিং সোডা মিশিয়ে মাখলে সত্যিই উপকার পাওয়া যাবে। চুলের গোড়াও শক্ত হবে।

বিস্কুটের গুঁড়ো ছাড়াও পকোড়া মুচমুচে হয়

শীত না পড়লেও দিন ছোট হয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি ঝুপ করে সন্ধ্যা নামছে। দুপুরে ভরপেট খেলেও সন্ধে হতেই খিদে পেয়ে যাচ্ছে। শীত শীত আমেজে তখন মুখরোচক খাবার খেতে ইচ্ছা করে। দোকান থেকে কিনে আনার চেয়ে বাড়িতে তৈরি করে নিতেই পছন্দ করেন অনেকে। কিন্তু অন্য সমস্ত উপকরণ থাকলেও, হেঁশেলে যদি বিস্কুটের গুঁড়ো না থাকে, তাহলে মুশকিলে পড়তে হয়। পকোড়া হোক কিংবা ফিশ ফ্রাই, মুচমুচে না হলে খেতে ভাল লাগে না। তবে মুখরোচক খাবার মুচমুচে বানাতে বিস্কুটের গুঁড়ো ছাড়া চলে না। তবে বিস্কুটের গুঁড়ো যদি একান্তই না থাকে, তাহলে কিন্তু চিন্তিত হয়ে পড়ার কিছু নেই। বিস্কুটের গুঁড়োর বদলে আর কী ব্যবহার করতে পারেন?

কর্নফ্লেক্স

ওজন ঝরাতে জলখাবারে দুধ কর্নফ্লেক্স খান অনেকেই। কর্নফ্লেক্স হালকা গুঁড়ো করে নিয়ে বিস্কুটের গুঁড়োর পরিবর্তে ব্যবহার করতেই পারেন। মাছের কোনও ফ্রাই হোক কিংবা মাংসের পকোড়া কর্নফ্লেক্স দিয়ে ভাজলে দারুণ মুচমুচে হয়।

ওট

বাড়িতে বিস্কুটের গুঁড়ো বাড়ন্ত হলে, আপনি ওটও ব্যবহার করতে পারেন। স্বাদের খুব একটা ফারাক হবে না। কড়াইয়ে হালকা গরম করে নিয়ে শুকনো ওট ভেজে নিন। ভাজা ওটের উপর স্বাদ মতো নুন, পেপরিকা ছড়িয়েই বানিয়ে ফেলুন চপ কিংবা কাটলেট। স্বাদেও ভাল হয় আর মুচমুচেও হয়।

সুজি বাড়িতে সুজি থাকলেও আপনি মুচমুচে পকোড়া বানাতে পারেন। বিস্কুটের গুঁড়োর বদলে সুজি ব্যবহার করে দেখতেই পারেন। মাছের ফ্রাই, ভেজিটেবিল চপ কিংবা চিকেন পকোড়া সুজি দিয়েই বানালে খেতে সত্যিই ভাল লাগবে।

ছৌ নাচ

আসাদ আলী

একটি একটি করে
নিকষ আঁধারের পাপড়ি খুলে যায়
রাত্রির গভীর থেকে উঠে আসে
আলোর প্রজাপতি
রোদের ডানায় ঢাকা পড়ে
তীব্র দুখের অশ্রু নিয়ে ঘুমায়
রাতের পাপড়ি
আলোর গভীরে ঘুমায় রাতের
নক্ষত্ররা
নীল আকাশে
সাদা বলাকার ডানা আলপনা
আঁকে
গাছেরা ছবি আঁকে পুকুরের
জলে
ঘুঘু চুপচাপ দেখে যায়
চড়াইয়ের নাচ শুরু হয় উঠানে
অযোধ্যা পাহাড় জেগে ওঠে
জেগে ওঠে কাঁসাই
তার কাঁচ জলে মাছেদের ছৌ
নাচ

নিয়োগ প্রক্রিয়ার দুর্নীতির অভিযোগ তুলে স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তাকে ডেপুটেশন যুব কংগ্রেসের। ছবি নিজস্ব।

সাম্পৎ সিংহ কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ, ইনএলডিতে যোগ দেওয়ার গুঞ্জন

হিসার, ৩ নভেম্বর: হরিয়ানার প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী এবং কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা সাম্পৎ সিংহ রবিবার কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। যদিও তিনি এখনও ভারতীয় জাতীয় লোকদল ---এ যোগ দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি, তবে তাঁর পদত্যাগের পর গুঞ্জন চলছে যে তিনি ইনএলডিতে যোগ দিতে পারেন। মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সাম্পৎ সিংহ অভিযোগ করেন যে তাঁকে কংগ্রেসের মধ্যে অবহেলা করা হয়েছে, বিশেষ করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভুপিন্দর সিং হুদার কাছে। তিনি জানান যে ২০১৯ এবং ২০২৪ সালে তাঁকে প্রার্থী করা হয়নি, যদিও তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও অবদানের জন্য তিনি প্রাপ্য ছিলেন। এক মাস আগে, হুদাকে নিয়ে খোঁচাও দিয়েছিলেন সাম্পৎ সিংহ।

তার পদত্যাগ পত্রে, যা কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে'র উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে, তিনি তাঁর অবদান এবং অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও পার্টির তরফ থেকে অবহেলার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লেখেন, 'আমি ছয় বার হরিয়ানা বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছি এবং দুটি মন্ত্রিত্ব এবং একবার বিরোধী দলের নেতা পদে অধিষ্ঠিত হয়েছি। আমাকে ফতেহাবাদ আসনে প্রার্থী করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমাকে নালওয়া আসন বরাদ্দ করা হয়। নালওয়ার জনগণ আমাকে তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করেছেন।'তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, তিনি দুইবার মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেননি এবং কোনো সাংগঠনিক পদে নিয়োগ পাননি, যা তাঁর কাছে অবিচারের মত মনে হয়েছে। এছাড়া, তিনি জানান যে একসময় কুমারী শেলজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর, তাঁর বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য ১৮ কোটি টাকার অনুদান মঞ্জুর হয়েছিল, যা পার্টির উচ্চ নেতৃত্বের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২০১৯ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আবার তাঁকে টিকিট না দেওয়া হয় এবং সেই বছরেই নালওয়া এবং ফতেহাবাদ আসনগুলি বিজেপি জয়ী হয়। ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে, তিনি সর্সা লোকসভার জন্য কো-অর্ডিনেটর হিসেবে নিযুক্ত হন, যেখানে কুমারী শেলজা কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টার পরেও, পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব তাঁর প্রতি অস্বস্তি অনুভব করেছিল।তিনি আরও জানান, 'অ্যাকাউন্টেবিলিটি নির্ধারণ করা হয়নি, আর এই অবস্থায় কংগ্রেসের রাজ্য ধ্বংসের জন্য কোনও দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়নি।' তার পদত্যাগ পত্রে, তিনি এমন নেতাদের নামও উল্লেখ করেন, যারা কংগ্রেস ছেড়ে গিয়েছেন, যেমন- ভজন লাল, রাও ইন্দ্রজিত সিংহ, কুলদীপ বিষ্ণোই, ধর্মবীর সিংহ এবং অরবিন্দ শর্মা।

সাম্পৎ সিংহ ২০০৯ সালে দীর্ঘ ৩২ বছর পরে ইনএলডি থেকে কংগ্রেসে যোগ দেন। তারপর থেকে তিনি ভূপিন্দর সিং হুদার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু ২০১৯ সালের পর তাদের সম্পর্ক টালমাটাল হয়ে ওঠে। ২০২৪ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আবারও তাঁকে নালওয়া থেকে টিকিট না দেওয়া হলে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে অন্যদিকে মনোনিবেশ করেন। এখন, ইনএলডি-তে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে সমালোচনা অব্যাহত, তবে কংগ্রেসের ভাঙন আরও বাড়ছে।

মাই ভারত: দেশের যুব শক্তিকে সশক্ত করার নতুন যুগের সূচনা

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর : ভারত আজ তার উন্নতির ঐতিহাসিক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যখন তার ৬৫ জনসংখ্যা ৩৫ বছরের কম বয়সী এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারত গড়ার স্বপ্ন সামনে রয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, মাই ভারত ভারতের সরকারী একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, যা একটি জাতীয় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে তরুণদের শক্তি সঞ্চয় এবং তাদেরকে জাতি নির্মাণের কাজে সম্পৃক্ত করার জন্য নিবেদিত।২০২৩ সালের ৩১ অক্টোবর, সর্দার ভল্লভভাই পটেলের জন্মজয়ন্তীতে জাতীয় একতা দিবসের প্রাক্কালে মাই ভারত প্রকল্প শুরু হয়। এটি প্রযুক্তি, শাসন ব্যবস্থা এবং জনগণের অংশগ্রহণের একটি শক্তিশালী মেলবন্ধন। এই প্রকল্পটি যুব কর্মসূচি ও খেলা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে কাজ করছে এবং যুবকদের সেবামূলক কাজ, অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিক্ষা, নেতৃত্ব এবং দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ প্রদান করছে।মাই ভারত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে, যুবকরা সরকারি বিভাগ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজের বিভিন্ন উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে। তারা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, উদ্ভাবন, উদ্যোক্তা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির মতো প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে বাস্তব পৃথিবীর চ্যালেঞ্জগুলির সমাধান করতে পারবে। এই উদ্যোগটির মূল লক্ষ্য ১৫-২৯ বছর বয়সী তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করা, কিন্তু এটি ১০-১৯ বছর বয়সী কিশোরদেরও নাগরিক সচেতনতা এবং প্রাথমিক অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করে।মাই ভারত প্রকল্পটি ডিজিটাল ভারত এর আওতায় গড়ে উঠেছে, যা প্রযুক্তি ও ডিজিটাল স্বীকৃতি মাধ্যমে যুবকদের কার্যকরভাবে সুযোগ সৃষ্টি করছে। এর আওতায় প্রায় ২ কোটি যুবক এবং ১.২০ লাখ প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যেই যুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায়, মাই ভারত আরও বড় পরিসরে যুব সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করছে এবং এতে ১৪.৫ লাখেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবক সুযোগ রয়েছে।

হলফনামা

আমি **শ্রী পিন্টু দেবনাথ (পুরাতন নাম)**, পিতা- বিজয় কৃষ্ণ দেবনাথ, সাকিন- চন্দ্রপুর এস.বি. স্কুল, বিলথৈ, ডাকঘর- বিলথৈ, থানা- পানিসাগর, জিলা- উত্তর ত্রিপুরা, পিন-৭৯৯২৬০, (সম্পূর্ণ ঠিকানা) এতদ্বারা সত্য ও দৃঢ়তার সাথে শপথ পূর্বক ঘোষনা করিতেছি যে, আমি আমার পুরাতন নাম **শ্রী পিন্টু দেবনাথ** থেকে পরিবর্তন করে **শ্রী পিন্টু দেবনাথ** নামে পরিচিত হইলাম। অদ্য ৩০-১০-২০২৫ ইং তারিখে সম্পাদিত নোটারী পাবলিক মিঃ কর্তৃক প্রত্যায়িত যাহার সিরিয়াল নং **১০৩৮/অক্টোবর/২৫** এক হলফনামা মূলে শুদ্ধনামে পরিচিত হইলাম। আমি **শ্রী পিন্টু দেবনাথ (পুরাতন নাম) ও শ্রী পিন্টু দেবনাথ (পুরাতন নাম) উভয় নামে একই ব্যাক্তি হিসাবে পরিচিত হইলাম।**

সত্যপাঠ

উপরোক্ত বিবরন আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর/-

(Pintu Debnath)

হলফনামা

আমি শ্রী কৃশান রায় (পুরাতন নাম), পিতা শ্রী বৈদ্যনাথ রায়, সাকিন- ৩৪ দামিন সমতল পাড়া, রাঙ্গামাটি, ডাকঘর- রাঙ্গামাটি, থানা- বীরগঞ্জ জিলা- গোমতী পিন-৭৯৯১০১, (সম্পূন ঠিকানা) এতদ্বারা সত্য ও দৃঢ়তার সাথে শপথ পূর্বক ঘোষনা করিতেছি যে, আমি আমার পুরাতন নাম কৃশান রায় থেকে পরিবর্তন করে **শ্রী কিশান রায়** নামে পরিচিত হইলাম। অদ্য ২১-০৮-২০২৫ ইং তারিখে সম্পাদিত নোটারী পাবলিক মিঃ কর্তৃক প্রত্যায়িত যাহার সিরিয়াল নং 269/Aug/25 এক হলফনামা মূলে শুদ্ধনামে পিরিচিত হইলাম। **আমি শ্রী কৃশান রায় ও শ্রী কিশান রায় একই ব্যাক্তি হিসাবে পরিচিত।**

সত্যপাঠ

উপরোক্ত বিবরন আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর/-

(Kishan Roy)

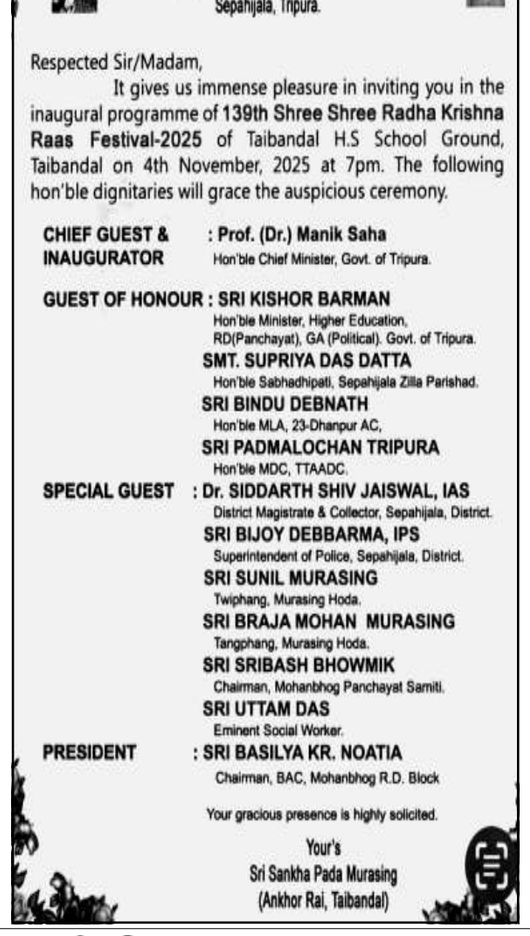

ABRIDGED NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed quotations are invited by the undersigned from the quotationers i.e Self Help Group (SHG)/ Village Organization (VO)/ Cluster Level Federations (CLFs) for supplying and serving of homemade cooked food to the office of the District Mission Manager(DM & Collector, District Mission Management Unit, TRLM, South Tripura, Belonia from the different Block Mission Management Unit of South Tripura District. Quotation along with EMD of Rs.10000/- shall be received up to 3 p.m on 17/11/2025 in the office of the District Mission Manager (DM & Collector), South Tripura, TRLM (TRLM Section, DM Office, Belonia). Detailed notice vide No.F. 2025-26/5296-5307,dated...30/10/2025 14/4(25)/TRLM/S/ may be seen in the rural.tripura.gov.in/trlm.tripura.gov.in and also in the office notice board of O/o the undersigned.

Sd/- Illegible
Addl. District Mission Manager (ADM & Collector)
District Mission Management Unit Tripura
Rural Livelihood Mission South Tripura, Belonia.

ICA/C-2814/25

C_O_R_R_I_G_E_N_D_U_M

"DNIT. No. 48/EE-1/2025-26" in place of "DNIT. No. 47/EE-1/2025-26" against PNIT NO-52/EE-1/2025-26, Dated, 29-10-2025 for the work of "Maintenance of non- residential buildings. / SH- Fixing of tactiles, SS railing, grab bar etc. for free access of disable persons with other allied works" circulated under this office memo No-F. 160/PTN/EE-1/2025-26/3727-3804, Dated 29/10/2025.
All others terms & conditions shall remain unchanged.

For & on behalf of the Governor of Tripura
Executive Engineer, (PWD)
Agartala Division No-I
Agartala

ICA/C-2814/25

P'NIET No. 198-205/ EE/ DWS/BLG/2025-26 dated 31/10/2025

The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura on behalf of the "Governor of Tripura" invites online percentage rate e-tender in single bid system from eligible bidders up to 15.00 hrs. 10/11/2025 for (1).Repairing & mtc. of existing CI, DI & UPVC pipe line leakages block washing etc. under Kathalia Block (2). Rewinding of burned (3HP/2HP) submersible motor & repairing of pump of SBDTW under Kathalia Block (3).Supplying of drinking water by mechanical carrying to the different distress pockets under Kathalia RD Block. For details please visit https:// tripuratenders .gov.in or contact with at the O/O the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh for clarifications. if any.

Executive Engineer
DWS Division, Bishalgarh

ICA/C-2826/25

পালক বে-এ ভারতীয় মৎস্যজীবীদের গ্রেফতার শ্রীলঙ্কান নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ

চেন্নাই, ৩ নভেম্বর : শ্রীলঙ্কান নৌবাহিনী সোমবার তামিলনাড়ুর ৩৫ জন মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জলসীমা (আইএমবিএল) অতিক্রম করে শ্রীলঙ্কার আঞ্চলিক জলসীমায় মাছ ধরার অভিযোগ রয়েছে।

সরকারি সূত্রে জানা যায়, সোমবার ভোরে শ্রীলঙ্কার উত্তরাঞ্চলে তিনটি ভারতীয় মেকানাইজড মাছ ধরার নৌকা আটক করা হয়। শ্রীলঙ্কান নৌবাহিনী কর্তৃক এ ধরনের অভিযান চালানোর সময় নৌকাগুলি উপকূলের কাছে মাছ ধরছিল। আটককৃত নৌকাগুলি, তাদের মাছ ধরার সরঞ্জাম ও ধরা পড়া মাছও জব্দ করা হয়।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ৩১ জন নাগাপট্টিনম জেলার, যাঁরা গতকাল রাতে আক্রিপেট্টাই ও থপ্পুতুরাই হারবার থেকে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। বাকিরা রামনাথপুরম জেলার বাসিন্দা।

গ্রেফতারকৃত মৎস্যজীবীদের শ্রীলঙ্কার কঙ্কেসান্থুরাই বন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তাদের সাথে প্রথমিক তদন্ত করা হচ্ছে এবং শীঘ্রই স্থানীয় আদালতে তাদের পেশ করা হবে। পাশাপাশি, আটক নৌকাগুলি জাফনা মৎস্য বিভাগে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ ঘটনা তামিলনাড়ুর উপকূলীয় অঞ্চলের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। আটককৃত মৎস্যজীবীদের পরিবারের সদস্যরা তামিলনাড়ু ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দ্রুত কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন।

এদিকে, মৎস্যজীবী সংগঠনগুলি শ্রীলঙ্কান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, 'এ ধরনের ঘটনা একাধিকবার ঘটছে। ভারত সরকার শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যৌথ পেট্রোলিং এবং স্পষ্ট সীমান্ত নির্ধারণের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।'

এই গ্রেফতারি তামিলনাড়ুর উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্যজীবীদের জীবিকার জন্য বড় একটি সংকট সৃষ্টি করেছে, যা ভারতের শ্রীলঙ্কা মৎস্যবিরোধের দীর্ঘস্থায়ী এবং জটিল প্রকৃতিকে আবারও তুলে ধরছে।

বোকো শহরে দুধের ভেজাল: বড় ধরনের জনস্বাস্থ্য বিপদ, সঠিক তদন্তের দাবি

কামরূপ, ৩ নভেম্বর : একদিনের সাধারণ চায়ের কাপ থেকে বোকো শহরে এক বড় ধরনের জনস্বাস্থ্য বিপদের সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি, বোকো শহরের কয়েকটি চায়ের দোকান এবং হোটেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর রাসায়নিক মিশ্রিত সেন্টথেটিক দুধ ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে। এই চাঞ্চল্যকর বিষয়টি সামনে আসে একটি ছাত্র সংগঠনের তদন্তে, যেখানে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, দীর্ঘ তিন বছর ধরে স্থানীয় হোটেলগুলোর মধ্যে ভেজাল দুধ সরবরাহ করা হচ্ছিল। প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুই ব্যক্তি, যারা চামরিয়া অঞ্চলের বাসিন্দা, তারা এই ভেজাল দুধের মিশ্রণ সরবরাহ করছিলেন বোকো শহরের চায়ের দোকান এবং হোটেলগুলিতে। এই মিশ্রিত দুধের দাম ছিল ২৫-৩০ প্রতি লিটার, যা আসল দুধের দ্বিগুণ দামে বিক্রি হচ্ছিল। স্থানীয়রা জানান, হোটেল মালিকরা জানতেন এই ভেজাল দুধের ব্যাপারে, কিন্তু লাভের জন্য তারা তা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

তদন্তকারীদের অভিযোগ, হোটেল মালিকরা দাবি করেন যে, নিয়মিত ল্যাকটোমিটার পরীক্ষা করে দুধের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করা হয়, কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের পরীক্ষা শুধু দুধের জলীয় উপাদান পরীক্ষা করতে সক্ষম, যা রাসায়নিক বা সিনথেটিক উপাদান শনাক্ত করতে পারে না।

এরপর, বোকো শহরের আশেপাশে কিছু মিষ্টির দোকানে স্বাস্থ্যবিধির গুরুতর অবহেলা পাওয়া গেছে। সেখানে মিষ্টির জন্য ব্যবহৃত উপকরণ খোলামেলা অবস্থায় রাখা হচ্ছিল, পোকামাকড়ে ভরা ছিল, এবং মিষ্টি তৈরির সময় শ্রমিকরা স্যানিটারি উপকরণ ছাড়াই কাজ করছিলেন।

এখন, স্থানীয় নাগরিক গোষ্ঠী ও ছাত্র সংগঠনগুলি একজোট হয়ে এই ভেজাল খাদ্যদ্রব্য সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। জনগণের মধ্যে ভয় দেখা দিয়েছে, কারণ দীর্ঘদিন ধরে ভেজাল দুধ খাওয়ার ফলে পেটের অসুখ, ক্যানসার বা অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে। তাই, তারা প্রশাসনের কাছে এই ঘটনার তদন্ত এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন।

এছাড়া, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুত তদন্ত শুরু করার এবং আগামী দিনগুলিতে এরকম ভেজাল খাদ্যদ্রব্যের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ভারত ও বাহরাইন সম্পর্কের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে: ড. এস. জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর: ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর বলেছেন, গত কয়েক বছরে ভারত ও বাহরাইনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগে স্থিতিশীল বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে।নয়াদিল্লিতে ৫ম ভারত-বাহরাইন উচ্চ-সম্পর্ক কমিশনের বৈঠকের উদ্বোধনী ভাষণে ড. জয়শঙ্কর জানান, দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ও জনগণের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে।তিনি বাহরাইনের নাগরিকদের ভ্রমণ উৎসাহিত করতে 'ইলেকট্রনিক ভিসা (ই-ভিসা)' সিস্টেম চালু করার বিষয়টি উল্লেখ করেন এবং বাহরাইনের বিনিয়োগকারীদের ভারতে বিনিয়োগের সুযোগ খতিয়ে দেখার আমন্ত্রণ জানান। এছাড়া, আগামী মাসে মানামায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিলের শীর্ষ সম্মেলনে বাহরাইনকে সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

ড. জয়শঙ্কর আরও বলেন, 'এ বছর সেপ্টেম্বর মাসে তিনটি ভারতীয় নৌযান বাহরাইন সফর করেছে, যা দুই দেশের বন্ধুত্বকে আরও শক্তিশালী করেছে এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর আঞ্চলিক সামুদ্রিক নিরাপত্তার প্রতি অঙ্গীকার পুনঃপ্রকাশ করেছে।' তিনি বাহরাইনের নেতৃত্বকে ভারতের জনগণের কল্যাণে তাদের ধারাবাহিক যত্ন এবং সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।এ সময় বাহরাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আব্দুললতিফ বিন রশিদ আলজায়ানি বলেন, 'ভারত ও বাহরাইনের ঐতিহাসিক সম্পর্ক প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগ থেকে প্রতিষ্ঠিত, যা মূলত বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান থেকে শুরু হয়েছিল।' তিনি আরও জানান, এসব অর্থনৈতিক সম্পর্ক আজও উভয় দেশের সম্পর্কের মূল ভিত্তি, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'ভারত এখনও বাহরাইনের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদার।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব : দেশের সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনে বিপ্লবের জন্য দ্রুত এগিয়ে চলেছে কাজ

গুজরাট, ৩ নভেম্বর : কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সোমবার জানান, গুজরাটে তিনটি সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্টে পাইলট উৎপাদন শুরু হয়ে গেছে। গুজরাটের উন্নয়নশীল চারটি সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্টের পর্যালোচনার জন্য তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল, উপমুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সাঙ্ঘবী এবং আইটি মন্ত্রী অর্জুন মোড়ওয়াড়িয়া-র সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

এমিডিয়ার সঙ্গে কথা বলার সময়, বৈষ্ণব বলেন, 'চারটি প্রকল্পের কাজ খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কায়ন্স এবং সিজি প্ল্যান্টে পাইলট উৎপাদন শুরু হয়েছে এবং আগামী দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে উৎপাদনে আরও ত্বরান্বিত হওয়ার আশা করা হচ্ছে।' তিনি আরও জানান, মাইক্রনের মিনি প্ল্যান্টে ইতিমধ্যেই পাইলট উৎপাদন চলছে এবং সেখানে উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

মন্ত্রী আরও জানান, ধোলেরায় নির্মিত সেমিকন্ডাক্টর ফ্যাব প্রকল্পে কাজ খুব দ্রুত এগিয়ে চলছে এবং ভবিষ্যতে ধোলেরা হাই-টেক ম্যানুফ্যাকচারিং হাব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

ভারতজুড়ে একাধিক সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্ট নির্মাণের কাজ চলছে, এবং খুব শীঘ্রই দেশ থেকে তৈরি প্রথম ২৮-৯০ এনএম চিপ বাজারে আসতে চলেছে।

সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনে ছোট ন্যানোমিটার (এনএম) পরিমাপের চিপের ডিজাইন কমপ্যাক্ট ট্রানজিস্টরের ব্যবহারে সহায়ক, যা নির্মাতাদের একক চিপে আরও বেশি ট্রানজিস্টর বসানোর সুযোগ দেয়। ২৮-৯০ এনএম চিপের ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলি অটোমোটিভ, টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ এবং রেলপথে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

এর আগে শনিবার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ওড়িশার ভুবনেশ্বরে ইনফো ভ্যালি-তে সিক্সেম প্রাইভেট লিমিটেডের সেমিকন্ডাক্টর ফ্যাব এবং এটিএমপি সুবিধার ভূমিপূজন এবং গ্রাউন্ডব্রেকিং অনুষ্ঠানেও অংশ নেন। এ সময়, মন্ত্রী বলেন, 'গত ১১ বছরে ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারিং ছয় গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং রপ্তানি আট গুণ বেড়েছে। আজ, ইলেকট্রনিক্স ভারত থেকে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হওয়া পণ্যগুলির মধ্যে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। সেমিকন্ডাক্টর সুবিধাগুলির মতো প্রকল্পের মাধ্যমে, ওড়িশা শীঘ্রই এই বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।'

মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, ভারত প্রযুক্তি উৎপাদনে একটি বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এবং গুজরাট এবং অন্যান্য রাজ্যগুলিতে সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্টগুলির উন্নয়ন দেশকে ভবিষ্যতে প্রযুক্তি উৎপাদনের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার মান্নোয়নের দাবিতে সরব এসইউসিআই। ছবি নিজস্ব।

ভারতীয় মহিলাদের ক্রিকেটে ঐতিহাসিক জয়, পেআরিটিতে বিপ্লবের সাফল্য

মুম্বাই, ৩ নভেম্বর : নাভি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে উজ্জ্বল আলোয় ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল ইতিহাসের নতুন দিগন্তে পদার্পণ করলো। হরমনপ্রীত কৌর শেষ ক্যাচটি তুলতেই তার সতীর্থরা মাঠে ছুটে গিয়ে আনন্দের কান্নায় ভাসলেন। প্রথমবারের মতো, ভারতীয় মহিলারা বিশ্বক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হলো। কিন্তু এই জয় শুধু একটি ক্রীড়া সাফল্য নয়, এর পেছনে একটি নীতির সফল বাস্তবায়ন রয়েছে, যা কয়েক বছর আগে একটি গোপন বোর্ড রুম বৈঠকে গৃহীত হয়েছিল।

২০২২ সালের অক্টোবর মাসে, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) তাদের ১৫তম অ্যাপেক্স কাউন্সিল সভায় একটি বিপ্লবী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলপুরুষ ক্রিকেটারদের মতো মহিলাদের ক্রিকেটারদেরও সমান ম্যাচ ফি দেওয়া হবে। এটি ছিল ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে একটি নজিরবিহীন পদক্ষেপ, যা আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অনেকেই এটির অর্থনৈতিক দিক নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, কারণ মহিলা ক্রিকেট তখনও পুরুষ ক্রিকেটের মতো আয় আনে না। কিন্তু বিসিসিআই বিশ্বাস করেছিল যে সমান পারিশ্রমিকের সিদ্ধান্তই সফলতার পথ প্রশস্ত করবে।

শুরুর দিকে, ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের খারাপ পারফরম্যান্সের কারণে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। সোশ্যাল মিডিয়া এবং বিভিন্ন বিশ্লেষকরা নারী ক্রিকেটের পেছনে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তবে বিসিসিআইয়ের এই দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি ধীরে ধীরে সঠিক প্রমাণিত হয়। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল তাদের পারফরম্যান্স দিয়ে সকল সন্দেহকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে, এবং অবশেষে বিশ্বকাপ জয় করে সকলের মুখ বন্ধ করে দেয়।

বিশ্বকাপ জয়ের পেছনে শুধু খেলোয়াড়দের দক্ষতা এবং লড়াই ছিল না, এর পেছনে ছিল বিসিসিআইয়ের কঠোর পরিকল্পনা, যা ছিল এক অনন্য প্রক্রিয়া। বিসিসিআইয়ের সমান পারিশ্রমিক নীতি, ভালো প্রশিক্ষণ, এবং উইমেনস প্রিমিয়ার লিগ-এর মাধ্যমে মহিলাদের ক্রিকেটে আন্তর্জাতিক মানের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করেছে। ডব্লিউপিএল ভারতীয় ক্রিকেটারদের আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলার সুযোগ দেয়, যা তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বড় মঞ্চে খেলার অভিজ্ঞতা প্রদান করেছে।

এই জয় শুধু ক্রিকেটেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক বার্তা প্রদান করেছে। এটি প্রমাণ করেছে যে, কেবল একজন তারকা খেলোয়াড়ের উপর নির্ভর না করে, সঠিক অবকাঠামো, সমর্থন এবং সমান সুযোগের মাধ্যমে নারী ক্রীড়াবিদদের জন্যও চমৎকার ফল অর্জন সম্ভব। বিসিসিআইয়ের সমান পারিশ্রমিক নীতি শুধু অর্থনৈতিক নয়, মানসিক এবং কাঠামোগত পরিবর্তনও এনে দিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে, ভারতীয় নারী ক্রিকেটাররা এখন তাদের খেলা নিয়ে আরও বেশি মনোযোগী, এবং সাফল্য অর্জন তাদের জন্য আরও সহজ হয়েছে।

ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের এই জয় শুধুমাত্র ভারতেই নয়, গোটা বিশ্বের জন্য একটি উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশ, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের মহিলা ফুটবল দল, দীর্ঘদিন ধরে সমান পারিশ্রমিকের জন্য লড়াই করে আসছে। কিন্তু বিসিসিআইয়ের সিদ্ধান্ত এই ধারণাটিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দেখিয়েছে যে সমান সুযোগ দেওয়া, কেবল বড় সাফল্যের পর নয়, বরং তার আগেই সঠিক বিনিয়োগের মাধ্যমে করা যেতে পারে।

এই বিজয়টি ভারতীয় মহিলাদের ক্রীড়াজীবন এবং দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে। মহিলাদের ক্রিকেট এখন আর একক তারকা খেলার নয়, বরং একটি প্রতিষ্ঠিত, সুরক্ষিত এবং সমান সুযোগের ভিত্তিতে বিকশিত একটি চ্যাম্পিয়ন দল। ভারতের নারী ক্রিকেট দলের এই বিশ্বকাপ জয় শুধুমাত্র ক্রিকেট নয়, এটি পুরনো প্রথা ভাঙার, সমান সুযোগ নিশ্চিত করার এবং সবার জন্য একটি সমতাভিত্তিক ক্রীড়াজগত প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত।

বিসিসিআইয়ের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত এবং ভারতীয় মহিলাদের অবিশ্বাস্য সাফল্য ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী উদাহরণ তৈরি করেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজনগর ব্লকে সাপের কামড়ে আহত দুইজন, এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩ নভেম্বর: গতকাল রাতে বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর ব্লক এলাকায় পৃথক দুটি ঘটনায় সাপের কামড়ে আহত হয় দুইজন। আহতদের মধ্যে একজন হলেন ওয়াংছড়া এলাকার প্রসেনজিৎ মজুমদার (২১) এবং অপরজন বড়পাথরীর সোনাপুর এলাকার পারমিতা নন্দী (২৪)।

সূত্রে জানা গেছে, প্রসেনজিৎ রাবার বাগানে ছাগল আনতে গেলে হঠাৎ সাপ তাকে কামড় দেয়। অন্যদিকে পারমিতা নন্দীর বাবা জানান, মেয়ে ও তার মা বাড়ির পুকুরে মাছ ধরতে গেলে সেই সময় পারমিতাকে সাপ কামড় দেয়।

দু'জনকেই প্রথমে বড়পাথরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে তারা চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, দুজনেরই অবস্থা স্থিতিশীল এবং আতঙ্কের কোনো কারণ নেই। তবে আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

ঘটনার পর রাজনগর ও আশপাশের এলাকায় চাঞ্চল্যের পাশাপাশি সাপের আতঙ্কও ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সাম্প্রতিক সময়ে রাজনগরের তৃষ্ণা অভয়ারণ্য সংলগ্ন এলাকায় সাপের উপদ্রব বেড়ে গেছে। বিভিন্ন প্রজাতির বিষধর ও বিষহীন সাপের উপস্থিতিতে স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে।

'হ্যাপিয়েস্ট আওয়ার' বারের লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্ত খারিজ করল হাইকোর্ট

● প্রথম পাতার পর

এক্সসাইজ 'হ্যাপিয়েস্ট আওয়ার' রেস্টুরেন্ট কাম বারের লাইসেন্স বাতিল করে দিয়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ আদালতে পিটিশন করা হয়। ৩০ ও ৩১ অক্টোবর এই মামলার শুনানি হয়। অবশেষে আজ বিচারপতি টি অমরনাথ গৌড়ের সিঙ্গেল বেঞ্চে এই মামলার রায় ঘোষণা করেন। কালেক্টর অফ এক্সসাইজের লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্ত খারিজ করে পুনরায় হ্যাপিয়েস্ট আওয়ার' রেস্টুরেন্ট কাম বার চালু করার নির্দেশ দিয়েছে।

খেলনা খুঁজতে মৃত্যুর কোলে

● প্রথম পাতার পর সে। দীর্ঘক্ষণ শিশুটিকে দেখতে না পেয়ে পরিবার ও প্রতিবেশীরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরবর্তীতে পুকুরের জলে ভাসতে দেখা যায় শুভমের দেহ। ঘটনা প্রত্যক্ষ করে শুভমের মা দ্রুত তাকে পুকুর থেকে তুলে আনেন এবং জীবিত ভেবে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক শুভমকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মুহূর্তের মধ্যে গোটা পরিবার ও গ্রামজুড়ে নেমে আসে শোকের ছায়া।এমন এক করুণ মৃত্যুর ঘটনায় গোটা রাজধর নগর এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। প্রতিবেশীরা জানান, মাত্র দুই বছর বয়সী শুভম ছিল সকলের প্রিয়পাত্র। তার এই অকাল মৃত্যুতে স্থানীয় এলাকায় গভীর শোকের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাটি একটি নিছক দুর্ঘটনা বলেই মনে করা হচ্ছে। পুলিশ ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দেহটি পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে। শুভমের প্রাণহানিতে গোটা এলাকা আজ শোকে মুহ্যমান।

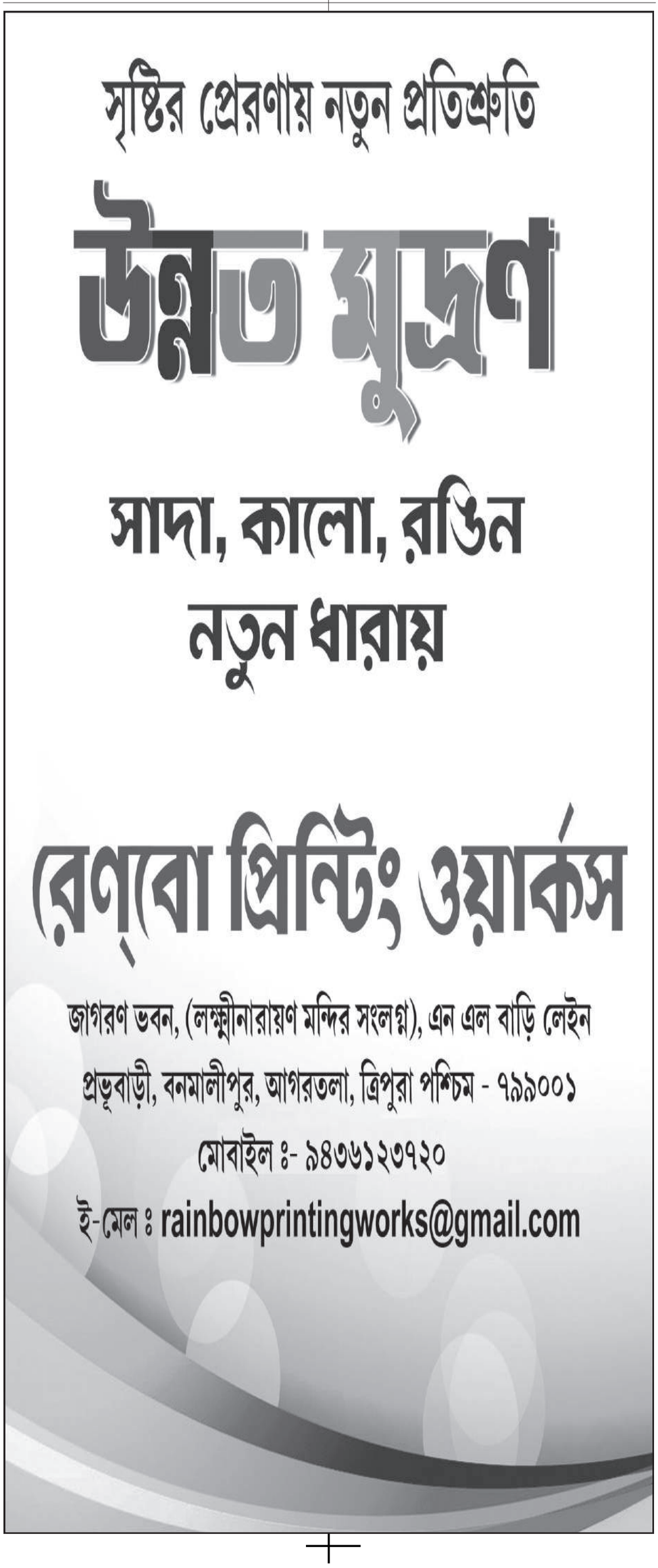

ফেন্সিডিল কান্ড

● প্রথম পাতার পর

তিনজনকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করেছে জিরানিয়া এসকফ উদ্ধার কাণ্ডে জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৪ অক্টোবর ক্রাইম ব্রাঞ্চের অ্যান্টি নারকোটিক শাখার নেতৃত্বে ধলেশ্বরের ১০ নম্বর দেবেন্দ্র রোডস্থিত ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ী অরুণ ঘোষ-এর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছিল।

বড় ভাইয়ের হাতে খুন ছোট

● প্রথম পাতার পর

চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত গৌতম শীল পলাতক। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে আতঙ্ক ও শোকের মেঘ।

সাত লক্ষ টাকা সহ দুই যুবক

● প্রথম পাতার পর

দিতে পারেনি। ফলে তাদের আটক করে বিশালগড় থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, আটক দুই যুবকের বাড়ি কলমচৌড়া থানার অন্তর্গত রহিমপুর এলাকায়। আটককৃত বাইকটির নাম্বার টিআর০৭ — এইচ — ৯৪৬২।

বিশালগড় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিজয় দাস জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া টাকার উৎস ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তদন্ত শুরু হয়েছে। তিনি আরও জানান, টাকা পাচার বা অন্য কোনও বেআইনি কার্যকলাপের সঙ্গে যোগ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

লখনউতে রাজ্যের

● প্রথম পাতার পর

গাড়িসহ পালিয়ে যায়। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর প্রশান্ত নাটকীয়ভাবে বুকে হাত চেপে 'হার্ট অ্যাটাক'-এর ভান করেন। পরে তাকে তৎক্ষণাৎ লোহিয়া ইনস্টিটিউটে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে চিকিৎসকেরা জানান যে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। এরপর তাকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় প্রশান্ত স্বীকার করেছেন, তিনি ভুয়া পরিচয়পত্র বানিয়ে নানা প্রভাবশালী ব্যক্তি ও ভিআইপিদের সঙ্গে দেখা করতেন এবং তাদের সঙ্গে ছবি তুলে তা পরবর্তীতে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতেন। তিনি জানান, আমি বড় বড় মানুষের সঙ্গে দেখা করতে পছন্দ করি।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রশান্তকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং তার অপরাধমূলক অতীত ও নেটওয়ার্ক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, এ ধরনের প্রতারণা তিনি অন্যত্রও করেছেন কি না এবং তার সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত আছে কি না।

উত্তর আফগানিস্তানে

● প্রথম পাতার পর

"পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।"

প্রতিবেশী সামাঙ্গান প্রদেশেও বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। প্রদেশটির মুখপাত্র জানিয়েছেন, পাহাড়ি এলাকাগুলিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এ বছরের আগস্টের শেষ দিকে আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে ৬.০ মাত্রার আরেকটি ভূমিকম্পে ১,১০০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। সেসময় কাঁচামাটি ও কাঠ দিয়ে তৈরি ঘরবাড়ি ধসে বহু মানুষ মারা যায়। ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে আফগানিস্তান দীর্ঘদিন ধরেই ঝুঁকিতে রয়েছে। দেশটি ভারতীয় ও ইউরেশীয় টেকটোনিক ফল্ট লাইনের সংযোগস্থলে অবস্থিত। দুর্বল অবকাঠামো ও অপ্রতুল উদ্ধার ব্যবস্থা এ ধরনের দুর্যোগে সহায়তা কার্যক্রমকে প্রায়ই বাধাগ্রস্ত করে।

এমবিবিএসের খারাপ

● প্রথম পাতার পর

উন্নয়নের লক্ষ্যে ইন্টারডিপার্টমেন্টাল রেফারেল সিস্টেমেরও সূচনা করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জিবিপি হাসপাতাল বিগত দিনেও ছিল, এখনো রয়েছে। রাজ্যের মানুষ জিবিপি হাসপাতালের বর্তমান চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে অতীতের পার্থক্য প্রত্যক্ষ করতে পারছেন। প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে রাজ্য সরকার পরিকাঠামো সহ আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি এবং পরিষেবা সংযোজন করে চলছে। রোগী পরিষেবার কথা মাথায় রেখে দেশের স্বনামধন্য হাসপাতাল এবং চিকিৎসকদের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের মহকুমা হাসপাতালগুলির উন্নয়নেও বিভিন্ন প্রকল্প চালু করা হচ্ছে। নাগরিক স্বাস্থ্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে জিবিপি হাসপাতাল তথা রাজ্যের হাসপাতালগুলির সৌন্দর্যায়নের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের মানুষের মধ্যে চিকিৎসার জন্য বাইরে যাওয়ার প্রবণতাও অনেক হ্রাস পেয়েছে। আজকের এই টেলিমেডিসিন পরিষেবা রাজ্যে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, টেলিমেডিসিন পরিষেবার ক্ষেত্রে রোগীদের যদি সরাসরি ভার্চুয়ালি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলানো যায় তবে চিকিৎসা প্রদান আরও ফলপ্রসু হবে। তিনি ডাক্তারি পেশাকে প্রতিনিয়ত পঠনপাঠনের মাধ্যমে আপডেট রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এতে চিকিৎসা পরিষেবা যেমন ভালো দেওয়া সম্ভব পাশাপাশি রোগীর পরিজনদের থেকে আস্থা অর্জন করা সম্ভবপর হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সবকটা মেডিক্যাল কলেজ মিলিয়ে মোট ৪০০ এমবিবিএস-এর সিট রয়েছে। যা রাজ্যের জন্য গর্বের বিষয়। কিন্তু এবছর এজিএমসি ছাড়া বাকী কলেজগুলির এমবিবিএসের ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। এর কারণ খোঁজা হবে, সরকার এই বিষয়ে সচেতন রয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রাজ্যের চিকিৎসক এবং কর্মীদের দক্ষতা ও মেধা কোন অংশই কম নয়। জটিল রোগের চিকিৎসা ও গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রোপচার এখন রাজ্যের চিকিৎসকরাই করছেন। গ্যাস্ট্রো, হাঁটু প্রতিস্থাপন, হিপ রিপ্লেসমেন্ট, কার্ডিও, ব্রঙ্কোস্কোপি সার্জারি, রেনাল সার্জারির ন্যায় বিভিন্ন জটিল অস্ত্রোপচার এবং চিকিৎসা রাজ্যেই সম্পন্ন হচ্ছে। জিবিপি-তে সুপার স্পেশালিটি ব্লক চালু করা হয়েছে। এজিএমসি-জিবিপি হাসপাতালে মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিভাগ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। টার্শিয়ারি আই কেয়ার হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ সালের বাজেটে ভারতমাতা ক্যান্টিন ও রোগী পরিবার পরিজনদের জন্য নাইট শেল্টার স্থাপনের সংস্থান রাখা হয়েছে। আগরতলা গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালের রোগীর সহকারীদের ১০ টাকার বিনিময়ে দুপুরের খাবার প্রদান চালু করা হয়েছে। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা, বিশ্রামগঞ্জে নেশামুক্তি কেন্দ্র গড়ার পরিকল্পনা ইত্যাদি কথা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। তিনি বলেন, রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবায় আজ একটি মাইলফলক। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং জিবিপি হাসপাতালের উন্নয়নে স্বাস্থ্য দপ্তর আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা ওএনজিসির অ্যাসেট ম্যানেজার সঞ্জীব কুমার জানজুয়া, পিপিজিএস-এর সিইও এবং মেম্বার সেক্রেটারি প্রসাদা রাও। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন প্রফেসর (ডা.) সঞ্জিব দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন মেডিক্যাল এডুকেশন দপ্তরের অধিকর্তা প্রফেসর (ডা.) এইচ পি শর্মা, জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার (ডা.) শঙ্কর চক্রবর্তী, এজিএমসি'র অধক্ষ্য প্রফেসর (ডা.) অনুপ কুমার সাহা প্রমুখ।

ক্রীড়াঙ্গন

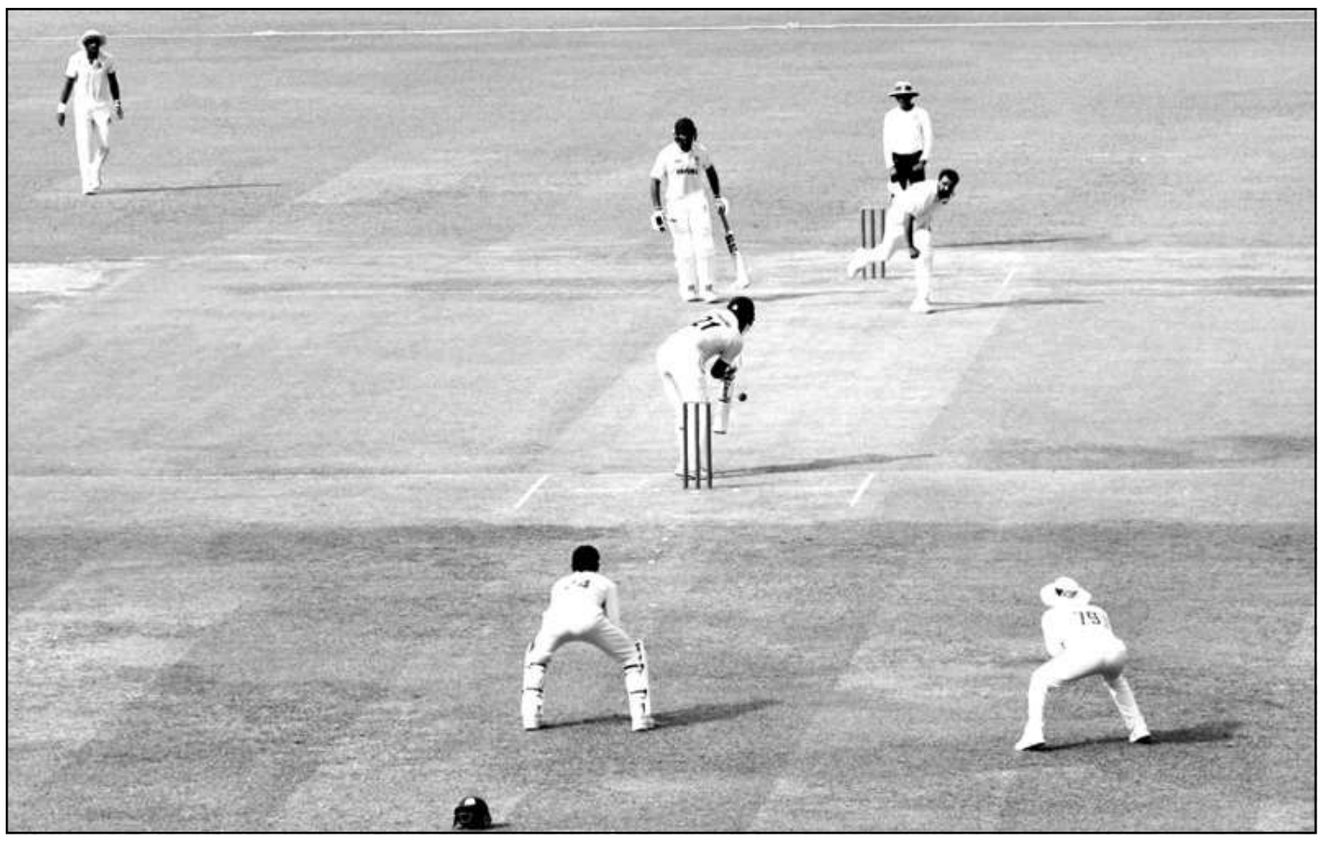

তৃতীয় দিনের মাথায় ত্রিপুরা একাদশ ব্যাটিং করতে নেমে বাংলার বিরুদ্ধে ২৭৩ রান করে সাত উইকেটের বিনিময়ে আগামীকাল আবার ব্যাটিং করবে, ত্রিপুরা রাজ্য হয়ে ব্যাটিং করছে মনিশংকর মুরাসিং ৪২ এবং হনুমা বিহারী করেছে ১২১ ।

বাঙালির হাতে বিশ্বকাপ! 'জীবন দেওয়ার শপথ নিয়ে নেমেছিলাম', বললেন রিচা, ৪৫ রাত না ঘুমিয়ে কাটানোর যন্ত্রণা ভুললেন মন্ধানা

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় পারেননি। ঝুলন গোস্বামী পারেননি। রিচা ঘোষ পারলেন। শিলিগুড়ির মেয়ের হাত ধরে বাঙালি প্রথম বার ক্রিকেট বিশ্বকাপ হাতে ছুঁয়ে দেখল। রবিবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ ফাইনালে রিচার ৩৪ রান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ম্যাচের পর রিচা জানালেন, জীবন বাজি রেখে নেমেছিলেন ফাইনালে। বিশ্বকাপ জিতে স্বপ্ন পূরণ হয়েছে।

রিচা জানিয়েছেন, নিজেদের সেরাটা দেওয়ার পণ করেই নেমেছিলেন তাঁরা। তাঁর কথায়, "সকলে একটাই কথা বলেছিলাম, এটাই প্রতিযোগিতার শেষ দিন। নিজেদের মধ্যে যা আছে পুরোটা উজাড় করে দিতে হবে। নিজের শরীর, শক্তির শেষ বিন্দু সমর্পণ করতে হবে। একে অপরের জন্য খেলব আমরা। সব উজাড় করে দাও, এটাই ছিল আসল মন্ত্র।"

এত বড় মঞ্চে নিজের সেরাটা দেওয়াও কি চাপের নয়? রিচার স্পষ্ট উত্তর, "চাপ ছিল ঠিকই। মাঠে প্রচুর লোক এসেছিলেন। এই পরিবেশে আমরা খুব একটা খেলিনি। আমি নিজেকে বলেছিলাম, অনেক পরিশ্রম করেছি। এ বার নিজের উপর বিশ্বাস রাখার পালা। দলের সকলে বিশ্বাস করেছিল যে আমি ম্যাচে প্রভাব ফেলতে পারি। সেই আস্থা আমাকে খুব সাহায্য করেছে।"

রিচার সংযোজন, "বিশ্বকাপ জয় আমাদের কাছে স্বপ্নপূরণ। বহু দিন অপেক্ষা করেছি। স্বপ্ন অবশেষে সত্যি হল। আমরা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। কী রকম লাগছে সেটা বলতেই পারব না। সকলে আমাদের দেখছে। এটুকু বলতে পারি, এই অনুভূতি বাকি সব কিছুর চেয়ে আলাদা।"

নাদিন ডি ক্লার্কের ক্যাচ হরমনপ্রীত কৌর ধরার পরেই শুরু হয়েছিল আবেগের বিস্ফোরণ। হরমনপ্রীত হাত তুলে ডিপ কভারের দিকে দৌড়তে থাকেন। তাঁকে ঘিরে ফেলেন সতীর্থেরা। একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন সকলে। আকাশে প্রবল শব্দে ফাটছিল বাজি। সকলে তা দেখতে থাকেন। ইয়ান বিশপ তখন ধারাভাষ্য দিতে দিতে বলছিলেন, "এই জয় গোটা দেশকে চাঙ্গা করে দেবে। তরুণ প্রজন্মের কাছে একটা প্রভাব ফেলে দিল এই জয়।"

দর্শকাসনে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহের পাশে বসে আবেগ সামলাতে পারেননি রোহিত শর্মাও। তাঁরও চোখ ভিজে আসে। মাঠে দেখা যায়, স্মৃতি এগিয়ে গিয়ে হরমনকে জড়িয়ে ধরেছেন। একের অপরকে ছাড়ছিলেনই না। এর পর স্পিনত্রয়ী রাধা যাদব, শ্রী চরণী এবং দীপ্তি শর্মা একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন। যে বলটি ক্যাচ ধরেছেন সেটি কাছছাড়া করছিলেন না হরমনপ্রীত। কিছু ক্ষণ পরেই তাঁর চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসে জল। পিঠ চাপড়ে সামাল দিতে থাকেন রিচা। সাপোর্ট স্টাফের এক সদস্য কয়েকটি পতাকা নিয়ে এসে ক্রিকেটারদের হাতে তুলে দেন। কোচ অমল মুজুমদার, স্নেহ রানাদের দেখা যায় সেই পতাকা জোরে জোরে নাড়াতে। শেফালি বর্মা এবং রেণুকা সিংহ একটি স্টাম্প তুলে নেন স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে।

উল্টো দিকে তখন একরাশ বিষণ্ণতা। দক্ষিণ আফ্রিকার ডাগআউটে তখন শোকের আবহ। ফাইনালে শতরান করেও ম্যাচ শেষ করে আসতে না পারায় লরা উলভার্টের চোখে তখন শূন্যতা। ভারতীয় ক্রিকেটারেরা গিয়ে সান্ত্বনা দিলেন মারিজান কাপকে, যাঁর এটিই বিশ্বকাপের শেষ ম্যাচ ছিল।

আবেগ সামলে কোনও মতে সঞ্চালকের সামনে যখন স্মৃতি পৌঁছলেন, তখনও তাঁর চোখে জল। বললেন, "যত বার বিশ্বকাপ খেলেছি তত বার হৃদয় ভেঙেছে। তবে বরাবরই জানতাম আমাদের কাঁধে একটা বড় দায়িত্ব আছে। শুধু জেতা নয়, মহিলাদের ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব। সত্যি বলতে, গত কয়েক মাসে যে সমর্থন আমরা পেয়েছি তার সঙ্গে কিছুর তুলনা হয়। আজ বিশ্বকাপটা হাতে তুলতে পেরে আমি গত ৪৫টা না ঘুমনো রাত ভুলে যেতে পারি।"

স্মৃতি আরও বলেন, "আগের বিশ্বকাপ আমাদের সকলের কাছে একটা কঠিন শিক্ষা ছিল। তার পর আমাদের একটাই লক্ষ্য ছিল, প্রতিটা বিভাগে আরও শক্তিশালী এবং উন্নতি করা। আরও ফিট থাকা। সত্যি বলতে, এই দলের আমরা যে ভাবে ঐক্যবদ্ধ থেকেছি সেটা নিয়ে কেউ কথা বলে না। সব সময়ে একে অপরকে সমর্থন করেছি। খারাপ দিন, ভাল দিন দুটোই দেখেছি। একে অপরের সাফল্য উপভোগ করেছি। এ বার যে পরিবেশে প্রতিযোগিতা জুড়ে ছিল সেটাই ভাল খেলতে আমাদের সাহায্য করেছে।"

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চোট পেয়ে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন প্রতিকা রাওয়াল। ফাইনালে তিনিও হাজির হয়েছিলেন হুইলচেয়ারে চড়ে। ট্রফি তোলার সময়েও তাঁকেও মঞ্চে ডেকে নেওয়া হয়। প্রতিকা বলেন, "এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমার কাঁধের পতাকাই অনেক কথা বলে দিচ্ছে। এই মুহূর্তে দলের সঙ্গে থাকাটাই একটা বিশেষ অনুভূতি। চোট তো খেলারই অংশ। এখনও যে দলের সঙ্গে রয়েছি এটাই বড় ব্যাপার।"

বিশ্বকাপ জয়ের কৃতিত্ব অনেকটাই প্রাপ্য কোচ অমলের। গত দু'বছরে মহিলা দলকে অনেকটাই বদলে দিয়েছেন তিনি। দেশের হয়ে একটিও ম্যাচ খেলেননি। অথচ কোচ হিসাবে বিশ্বকাপ জিতে ফেললেন। তাঁর কথায়, "আমি নির্বাক। অত্যন্ত গর্বিত। মেয়েরা এই মুহূর্ত উপভোগ করার যোগ্য দাবিদার। কঠোর পরিশ্রম এবং আত্মবিশ্বাসে ভর করে ওরা সকল ভারতবাসীকে গর্বিত করেছে।"

তিনি আরও বলেন, "ভারতের মহিলাদের ক্রিকেটে এটা যুগান্তকারী মুহূর্ত। আগামী কয়েকটা প্রজন্ম এর সুফল পাবে।"

উলভার্টের ক্যাচ তাঁর হাত থেকে আর একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল। তৃতীয় বারের প্রচেষ্টায় ক্যাচ নিয়েছিলেন। সেই ক্যাচ প্রসঙ্গে আমনজ্যোৎ কৌর বলেছেন, "আমরা সকলেই জানতাম ওই উইকেট কতটা গুরুত্বপূর্ণ। খুশি যয়ে ক্যাচটা নিতে পেরেছি।"

রঞ্জি ট্রফি : বাংলার বিরুদ্ধে হনুমার শতক প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার লক্ষ্যে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছে ত্রিপুরা। রঞ্জি ট্রফির চারদিনের খেলার তৃতীয় দিনে বাংলার রানের জবাব দিয়েছে ত্রিপুরা। এম বি বি স্টেডিয়ামে আজ বাংলার প্রথম ইনিংসের ৩৩৬ রানের জবাবে ত্রিপুরা প্রথম ইনিংসে তৃতীয় দিনের শেষ ৭ উইকেটে ২৭৩ রান করে। রাজ্যদলের পক্ষে হনুমা বিহারী অনবদ্য ১২১ রানে ও দলনেতা মণিশংকর মুড়াসিং ৪২ রানে অপরাজিত রয়েছেন। বাংলার মহম্মদ কাইফ ৫৩ রানে ৪টি উইকেট পান। এর আগে বাংলা দিনের শুরুতে ৯ উইকেট হারিয়ে ৩৩৬ রান থেকে খেলতে নেমে কোন রান যোগ করার আগেই শেষ উইকেটটি হারায়। রাজ্যদলের পক্ষে মণিশংকর মুড়াসিং ও রাণা দত্ত ৩টি করে উইকেট পান। প্রথম ইনিংসে লিড নিতে হলে ত্রিপুরা দলের আরও ৬৪ রান প্রয়োজন। হাতে উইকেট রয়েছে তিনটি। আগামীকাল (মঙ্গলবার) ম্যাচের অন্তিম দিন। অমীমাংসিত অবস্থায় ম্যাচ শেষ হবে ধরে নিয়েই ত্রিপুরা দলের হনুমা বিহারী এবং মনি শংকর-রা চাইছেন প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার স্বীকৃতিটুকু পেতে। ব্যাটিংয়ে বাংলা দলের ওপেনার সুদীপ কুমার ঘরামির ১০৮ রান, শাকির হাবিব গান্ধীর ৯৫ রান, শাহাবাজ-এর ৪০ রান এবং রাহুল প্রসাদের ৩৫ রান যেমন উল্লেখযোগ্য। তেমনি ত্রিপুরা দলের ক্ষেত্রে হনুমা বিহারী এবং মনিশংকর মুড়া সিং এর অপরাজিত ভূমিকার পাশাপাশি বিজয় শংকরের ৩৪ রান এবং সেন্টু সরকারের ২০ রান উল্লেখযোগ্য।

অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে টানা ৫ম ম্যাচ জিতে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত ব্লাড মাউথের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা পাঁচ ম্যাচে অপরাজেয় ব্লাড মাউথ। বাধারঘাট প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে ১১৭ রানে জয়ী হয়ে ব্লাড মাউথ তাদের এই পঞ্চম জয়ের সুবাদে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে অবস্থান করার পাশাপাশি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। আজ, সোমবার পঞ্চায়েত মাঠে সকালে ম্যাচ শুরুতে ব্লাডমাউথ ক্লাব প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৭০ রান সংগ্রহ করে। জবাবে বাধারঘাট ২১.১ ওভার খেলে ৫৩ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ব্লাডমাউতের শ্রেয়ান ভৌমিক দুর্দান্ত শতক অর্থাৎ ১২২ বল খেলে ১৮ টি বাউন্ডারি সহযোগে ১০২ রান সংগ্রহ করে দলের স্কোর সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। সতীর্থ সৌম্যজিৎ মজুমদার পাঁচটি উইকেট পেয়েছিল তের রানের বিনিময়ে। এছাড়া দ্বীপ সাহা দুটি উইকেট পেয়েছে চার রানের বিনিময়ে। ব্যাটিংয়েও সাফল্য পেয়েছে ২৪ রান সংগ্রহ করে।

অনূর্ধ ১৫-তে মডার্নকে হারিয়ে ক্রিকেট অনুরাগীর দাপুটে জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা পরিচালিত সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে দুর্দান্ত জয় ক্রিকেট অনুরাগীর। সোমবার তালতলা স্কুল মাঠে ক্রিকেট অনুরাগী দল আট উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে দিল মর্ডান কোচিং সেন্টারকে। টস দিতে ক্রিকেট অনুরাগী দল প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে সুযোগটাকে কাজে লাগাতে পারেনি মর্ডানের ব্যাটসম্যানরা। এদিকে ক্রিকেট অনুরাগীর বোলাররা দারুন ভাবে এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে নেয়। সুবাদে মডানের স্কোর দাঁড়ায় ২২.৪ ওভারে ১০ উইকেটের বিনিময়ে ৭৪ রান। বল হাতে ক্রিকেট অনুরাগের পক্ষে সায়ন দাস একাই চারটি উইকেট ভাঙ্গে বিপক্ষের। এদিকে সুরিদ ভৌমিক তিনটি এবং দেবরাজ মজুমদার দুইটি উইকেটে ভাগ বসায়। জয়ের জন্য ক্রিকেট অনুরাগীর সামনের লক্ষ্যমাত্রা দ্বারা ৭৫ রানের। যাকে পাল্টা খেলতে নেমে ১২ ওভারেই মাত্র দুই উইকেট হারিয়ে জয়ের রান সংগ্রহ করে নেয় ক্রিকেট অনুরাগী দল। বিজয়ী দলের পক্ষে বিজয় যাদব ৩০ রানে এবং দেবরাজ মজুমদার ১০ রানে উইকেটে অক্ষত থাকে। শ্রীমান অতিরিক্ত সাহেব ভরসা যোগায় ৩৩ রানের। সুবাদে অনায়াসেই জয় ছিনিয়ে নিলো ক্রিকেট অনুরাগী দল।

বিশ্রামগঞ্জে ডন বসকো স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। সিপাহিজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জের পাঠালিয়াঘাটে সেন্ট জেভিয়ার্স হাই স্কুল মাঠে সোমবার এক উজ্জ্বল পরিবেশের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন হল বহুল প্রতীক্ষিত ডন বস্কো স্কুল নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।উদ্বোধনী মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থীরা, জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি এবং এলাকার শতাধিক ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ। মাঠজুড়ে ছিল উচ্ছ্বাস, উন্মাদনা আর একাত্মতার দৃশ্য।অনুষ্ঠানটির সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে। এরপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন,খেলাধুলা শুধুমাত্র শরীর চর্চার মাধ্যম নয়, এটি শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব এবং ঐক্যের শিক্ষা দেয়।খেলাধুলার মাধ্যমে আমরা যুব সমাজকে নেশার মতো সামাজিক ব্যাধি থেকে রক্ষা করতে পারি।মন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার যুবসমাজ ও ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাজ্যজুড়ে নতুন খেলার মাঠ তৈরি, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং স্কুল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে একটি সুস্থ, সচেতন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রজন্ম গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।তিনি বলেন, তরুণ প্রজন্মই আগামী দিনের ভারত। খেলাধুলা তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে, দলগত চেতনা গড়ে তুলবে এবং সমাজে ইতিবাচক বার্তা দেবে।এই টুর্নামেন্টে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে দল অংশ নিচ্ছে। টুর্নামেন্টটি চলবে কয়েক দিন ধরে, আর ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে। প্রতিটি ম্যাচেই থাকবে ক্রীড়া নৈপুণ্য, প্রতিদ্বন্দ্বিতার উত্তেজনা এবং ভবিষ্যৎ প্রতিভা খুঁজে বের করার সম্ভাবনা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা বলেন, আমরা চাই ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার পাশাপাশি মাঠে নামুক, কারণ খেলাধুলা মানুষকে জীবনের বাস্তব পাঠ শেখায়। এলাকাবাসীর মতেও, এধরনের প্রতিযোগিতা তরুণ প্রজন্মকে সমাজ গঠনের ইতিবাচক পথে রাখে এবং মাদকসহ অসামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখে।উদ্বোধনী দিনের খেলা শুরু হতেই মাঠজুড়ে তৈরি হয় প্রাণবন্ত পরিবেশ।দর্শক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা একসাথে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেন, যা ফুটবল উৎসবকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।

অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে এনএসআরসিসি-কে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক চাম্পামুড়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে এবার চাম্পামুড়ার কাছে আটকে গেল এনএসআরসিসি। সোমবার ডক্টর বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে চাম্পামুড়া দল ৫৮ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিল আর সিসি দলকে। প্রথমে ব্যাট করে চাম্পামুরা শিবির নির্ধারিত চল্লিশ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১৬০ রান। ব্যাট হাতে দলের পক্ষে অভিকময় রায় সর্বাধিক ৫১ রান করে। এছাড়া শুভম রায় ২৪ রাজদীপ দে ২২, দীপাঞ্জন দত্ত ১২ ও কৌশিক পাল ১৫ রান করে। শ্রীমান অতিরিক্ত সাহেব ভরসা যোগায় ২৬ভি রানের। বলে এন এস আরসিসির পক্ষে কৌশিক ঘোষ ২৯ রানে তিনটি এবং রনক দাস ২৫ রানে একটি উইকেট নেয়। জয়ের জন্য এন এস আর সিসির সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১৬১ রানের। যাকে পাল্টা তারা করতে নেমে আসতেছি দল ৩৭ দশমিক দুই ওভারেই সব উইকেট হারিয়ে ১০২ রানে থেমে যায়। দলের পক্ষে ব্যাট হাতে রিসব চক্রবর্তী ২৯ অখিত ঘোষ ১১, সেহজাদ আলী ১২, কৌশিক ঘোষ উল্লেখযোগ্য মেজাজে ১৬ রান করে। তবে তাদের এই রান দলের কোন কাজেই আসলো না। বিজয়ী দলের পক্ষে দুইটি করে উইকেট নেয় মনি সাক্ষ্য দেবনাথ ও রাজদীপ দে রা।

জুয়েলসকে দুই রানে হারিয়ে রোমাঞ্চকর জয় পোলস্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মাত্র দুই রানের ব্যবধানে জয়। হ্যাঁ , সোমবার পশ্চিম নোয়াবাদী মাঠে জুয়েলস বনাম পোলস্টার ক্লাবের ম্যাচে ঘটলো এই ঘটনা। প্রথমে ব্যাট করে পোলস্টার দল রান সংগ্রহ করে ৩৮.৪ ওভারে ১০ উইকেটের বিনিময়ে ৭৫। ব্যাট হাতে পোলস্টার এর পক্ষে সর্বাধিক রান করে মনিশ নাগ ২৫। এছাড়া আর একজন ব্যাটসম্যান ও দুই অঙ্কের রান করতে পারেনি। শ্রীমান অতিরিক্ত সাহেব ভরসা যোগায় ২৮ রানের। বলে জুয়েলসের বোলাররা বেশ ভালই পারফর্ম করে। জুয়েলসের পক্ষে দেবজিৎ দাস চার রানে তিনটি উইকেট নেয়। এছাড়া দুটি করে উইকেট ভাগ করে নেয় সুপ্রদীপ সূত্রধর এবং রিপন মিয়ারা। জয়ের জন্য জুয়েলসের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ৭৬ রানের। তবে এই এই রান করতে পারল না জুয়েলসের খুদে ক্রিকেটাররা। জুয়েলসের রানের তরী থেমে গেল ৩৩.৫ ওভারে ১০ উইকেটের বিনিময়ে ৭৩ রানে। দলের পক্ষে ব্যাট করতে নেমে প্রিয়াস দেবনাথ ২০, দেবাঞ্জন সাহা ১৫ রান করলেও আর একজন ব্যাটসম্যান ও ভরসা জোগাতে পারেনি। প্রত্যেকেই এক কিংবা ৫ অথবা সাত কিংবা দুই রান করেই প্যাভেলিয়নে চলে যায়। অতিরিক্ত সাহেব থেকে আসে ১৪ রানের ভরসা। ততক্ষণে পরাজয় হজম করে নেয় জুয়েলস দল।

সি কে নাইডু ট্রফি : সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ফলোঅনে নেমে চাপের মুখে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কর্ণেল সি কে নাইডু ট্রফি অনূর্ধ ২৩ বছরের ক্রিকেটের চারদিনের খেলায় সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ফলোঅনে নেমে চাপের মুখে রয়েছে ত্রিপুরা। নরসিংগড়ের পিটিএ মাঠে আজ দ্বিতীয় দিনে সৌরাষ্ট্র ৪ উইকেটে ৩১৯ রান থেকে খেলতে নেমে সবকটি উইকেট হারিয়ে প্রথম ইনিংসে ৪৫৪ রান করে। জবাবে রাজ্যদল প্রথম ইনিংসে ১৩৯ রান করতে সক্ষম হয়। পরে ফলো অনে খেলতে নেমে রাজ্যদল দ্বিতীয় ইনিংসে কোন উইকেট না হারিয়ে দিনের শেষে ১১ রান করে। আগামীকাল ম্যাচের তৃতীয় দিন সৌরাষ্ট্রের বোলারদের ত্রিপুরার ব্যাটার্সরা দ্বিতীয় ইনিংসে কতটুকু রুখতে পারে সেটাই এখন দেখার বিষয়। ব্যাটিংয়ে সৌরাষ্ট্রের ভাগ্যরাজ সিং ছোদাসামার ২০০ রান, অধিনায়ক রক্ষিত মেহেতার ১৫০ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরা দলের দলনেতা সন্দীপ সরকার ১৪১ রানে চারটি এবং দীপ্তনু চক্রবর্তী ৭৮ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল। প্রথম ইনিংসে ত্রিপুরা দলের অরিন্দম বর্মনের ৪৩ রান সপ্তজিৎ দাসের ২৬ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। সৌরাষ্ট্রের বোলার রাঠোর। চন্দ্ররাজ ২৯ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছেন। এছাড়া, তীর্থসিং জাদেজা ও ক্রেইন্স ফুলেত্রা দুটি করে উইকেট পেয়েছেন।

'ওরা প্রাণপাত করেছে ট্রফিটার জন্য', দেশের জার্সি না পাওয়া অমল এখন 'বিশ্বজয়ী'

ভারতীয় ক্রিকেটে অমল মজুমদারের নাম উঠলে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন অনেকেই। অন্তত আন্তর্জাতিক অঙ্গনের রাজা-উজির ছেড়ে যাঁরা ঘরোয়া ময়দানের বোড়েদের খোঁজখবর রাখেন, তাঁরা ফেলেন। আর বলেন, এদেশে ভুল সময়ে জন্ম নেওয়া ক্রিকেটারদের তালিকা করলে প্রথমদিকে থাকবে অমলের নাম। পদ্মকর শিভালকর, রাজিন্দর গোয়েলদের সঙ্গে। আসলে ঘরোয়া ক্রিকেটে কিংবদন্তি হ ে ¯ ল ও শচীন-সৌরভ-রাহুল-লক্ষ্মণের আমলে জাতীয় দলের হয়ে খেলার স্বাদ পাননি অমল। মুম্বইকর হওয়ার পরও তাঁর কেরিয়ারের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ থেকে গিয়েছে রনজি ট্রফি।

তবে রবিবাসরীয় জাদুরাতের পর সৌরভ-রাহুল-লক্ষ্মণের সামনে কলার তুলে ঘুরতেই পারেন অমল। ক্রিকেটবিশ্বের এই রাজাধীরাজদের চোখে চোখ রেখে বলতেই পারেন, "টুনির ঘরে যে ধন আছে!" সত্যিই তো। রবিবার রাতে একটা বিশ্বকাপ জয়ের পদক উঠেছে অমলের গলায়। ২০০৩ জো'বার্গে খুব কাছে গিয়েও যে পদক জোটেনি সৌরভ-রাহুলের (লক্ষ্মণ তো কোনওদিন বিশ্বকাপই খেলেননি)। সেই অরূপরতনই তো পেয়ে গিয়েছেন অমল, সদ্য বিশ্বজয়ী হরমনপ্রীত কৌরদের হেডস্যর হিসাবে।

ভারতীয় মহিলা দলের কোচ হিসাবে বিশ্বকাপ জয়ের পদক উঠেছে তাঁর গলাতেও। কোনও দিন জাতীয় দলের জার্সি না পাওয়া মুম্বইকর নিজের শহরে পেলেন বিশ্বজয়ের স্বাদ। আবেগ-গ্রাসে বিলীন হওয়ার মাঝেই অমল বলছিলেন, "এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। বুঝতে পারছি না সবটা। এই জয় দলের কৃতিত্ব। ওরা প্রাণপাত করেছে ট্রফিটার জন্য। আজ গোটা ভারত ওদের নিয়ে গর্বিত।"

একটা সময় হারের হ্যাটট্রিক করে বিশ্বকাপে বেশ ব্যাক ফুটে চলে গিয়েছিল ভারত। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে রূদ্রকথার জয়ে ইতিহাস লিখলেন স্মৃতি মন্ধানারা। দল বিশ্বজয়ী হতে পারে, এই বিশ্বাসটা টানা হারেও যায়নি অমলের। গর্বিত কোচ বলে যাচ্ছিলেন, "সম্পূর্ণ দাপট দেখানোর মাঝে ওরকম একটা-দু'টো হোঁচট অস্বাভাবিক নয়। আর এখন দেখুন— আমরাই বিশ্বজয়ী।"

স্বপ্নের মতো জয়, শেফালির মুখে ঈশ্বর ও ক্রিকেট-ঈশ্বরের কথা

গত এক বছর ধরে জাতীয় দলের পরিকল্পনায় নেই। প্রতীকা রাওয়াল হঠাৎ চোট না পেলে বিশ্বকাপটা দর্শক হিসাবেই কাটাতেন। রবিবাসরীয় বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতীয় দলের প্রধান চরিত্র বাছতে গেলে যুগপৎ পাওয়া যাচ্ছে তাঁরই নাম। শেফালি বর্মা।শেফালি ফাইনালে ৮৭ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলার পাশাপাশি নিলেন দু'টো গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। যে পারফরম্যান্সের সুবাদে তিনি পেয়ে গেলেন ম্যাচের সেরার পুরস্কার। অথচ একটা সময় ধারাবাহিক ব্যর্থতার জেরে প্রতীকার কাছে জায়গা হারান। বিশ্বকাপের রিজার্ভ দলেও ছিলেন না শেফালি। চোটের জন্য প্রতীকা যখন ছিটকে গেলেন, সুরাটে বোর্ডের টুর্নামেন্ট খেলছিলেন তিনি। সেখান থেকে দলে চলে আসা এবং ফাইনালের সেরা হওয়ার মতো পারফরম্যান্স। রূপকথা ছাড়া আর কিই বা বলা যায়?শেফালি বলছিলেন, "আগেও বলেছি, ঈশ্বর আমাকে এখানে ভালো কিছু করার জন্য পাঠিয়েছেন। এই জয়ের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।" নিজের ইনিংস নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'কাজটা সহজ ছিল না। তবে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। জানতাম শান্ত থাকতে পারলে সাফল্য আসবে। আমার জন্য, আমার দলের জন্য এই জয়টা প্রয়োজনীয় ছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলেছি। স্মৃতিদি, হরমনদিরা পাশে থেকেছে, ভরসা দিয়েছে। বলেছে আমি যেন নিজের স্বাভাবিক খেলাটা খেলি। আর যখন সিনিয়ররা এমন ভরসা দেয়, তখন কাজটা সহজ হয়ে যায়।" শেফালি আদ্যোপান্ত শচীন-ভক্ত। এদিন নবি মুম্বইয়ে গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন ক্রিকেট-ঈশ্বর স্বয়ং, যা আরও তাতিয়ে দিয়েছিল তাঁকে। ম্যাচ সেরার পুরস্কার নেওয়ার ফাঁকে বলে গেলেন, "শচীন স্যরের উপস্থিতি আমার মনোবল অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। এমনিতে আমি সবসময় ওঁর সঙ্গে কথা বলি। উনি সবসময় আমাকে উৎসাহ দেন। স্বয়ং ক্রিকেট ঈশ্বর যখন এমন কথা বলেন, তার থেকে বড় অনুপ্রেরণা আর কিই বা হতে পারে।" তথ্য বলছে, মহিলা তো বটেই, এদেশের পুরুষ ওপেনারদের মধ্যেও কেউ কোনও আইসিসি ট্রফির ফাইনালে শেফালির থেকে বেশি রান করতে পারেননি। অর্থাৎ সুনীল গাভাসকর-শচীন তেন্ডুলকর-রোহিত শর্মাদেরও টপকে গেলেন রোহতকের এই তরুণী।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

সীমান্তে বিএসএফ জওয়ানদের সাক্ষে সাক্ষাত করলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর: ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু সোমবার ধলাই জেলার রাইশ্যাবাড়ি ব্লকের সীমান্ত এলাকায় পরিদর্শনে যান এবং বিএসএফ-এর ১০৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের পাঠাছাড়া বর্ডার আউট পোস্টে অবস্থানরত জওয়ানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাজ্যপাল সীমান্ত রক্ষায় বিএসএফ জওয়ানদের নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "সীমা প্রহরীদের অক্লান্ত পরিশ্রম দেশের নিরাপত্তাকে সুদৃঢ় করেছে।" পাশাপাশি তিনি ভারত সরকারের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির উন্নয়ন ও সেখানকার বাসিন্দাদের কল্যাণে নেওয়া নানা উদ্যোগের কথাও উল্লেখ করেন।

রাজ্যপাল সৌহার্দ্যের নিদর্শন হিসেবে বিএসএফ সদস্যদের মধ্যে মিষ্টি ও ফল বিতরণ করেন। এই সফরে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ উদয়পুর সেক্টরের ডিআইজি গজরাজ যাদব, ১০৮ ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার আনু টি.পি., ধলাই জেলার জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য প্রশাসনিক ও রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তারা। রাজ্যপালের এই সফর সীমান্ত অঞ্চলের নিরাপত্তা বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন প্রশাসনিক মহল।

গোমতী জেলায় বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ নভেম্বর: গোমতী জেলায় স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচী চলছে। আজ জেলায় শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা উভয়কে কেন্দ্র করে বিশেষ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ চেলাগাঙের লেনিন কলোনিতে অসংক্রামক রোগের উপর একটি বিশেষ শিবিরের সফল আয়োজন করা হয়, যেখানে ৫৪ জন রোগীকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে।

দীর্ঘস্থায়ী রোগের প্রাথমিক সনাক্তকরণ ও চিকিৎসার জন্য এই ধরনের শিবিরগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা নাগরিকদের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছে। একই সঙ্গে, তরুণদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দুটি পৃথক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়: একটি শিলাছড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এর অধীনে হেজাছড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং অন্যটি বারভাইয়া হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১৭৫ জন শিক্ষার্থী এই সেশনগুলিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়।

সচেতনতামূলক এই প্রচারে স্বাস্থ্য আধিকারিক ও বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন, যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ডাঃ নাইথক জমাতিয়া, দিপসান রিয়াং এবং এমপিএস উত্তম সেনগুপ্ত। এই উদ্যোগগুলি দেশব্যাপী পিএম-শ্রী স্কুল কর্মসূচির একটি অংশ হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে, যা শিক্ষার্থীদের উন্নয়নে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর জোর দেয়।

জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসন এবং জেলা শিক্ষা দপ্তরের সহায়তায় সব নাগরিকের সুবিধার্থে এ ধরনের ব্যাপক স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য কর্মীরাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন।

উত্তর ভারতচন্দ্রনগরের বিষ্ণুপুরে গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু, স্বামীকে ঘিরে সন্দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩ নভেম্বর: বিলোনিয়া থানাধীন উত্তর ভারতচন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিষ্ণুপুর এলাকায় এক মধ্যবয়স্কা গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতার নাম সঞ্জু দাস সরকার। শনিবার রাতে এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে।

স্বামী সাধন সরকারের দাবি, গতকাল সঞ্জুর হঠাৎ ডায়রিয়ার সমস্যা দেখা দেয়। দিনের বেলা তেমন গুরুতর না হলেও রাতে অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে চিকিৎসক পরীক্ষা করে গৃহবধূকে মৃত ঘোষণা করেন। চিকিৎসকদের ধারণা, হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।

তবে মৃত্যুর খবর পেয়েই বিলোনিয়া শহর সংলগ্ন সুকান্তনগর থেকে হাসপাতালে ছুটে আসেন মৃতার মা, ভাই ও বোনেরা। তাঁদের অভিযোগ, সঞ্জুকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। পরিবারের দাবি, "ডায়রিয়া হলে একদিনেই কেউ মারা যায় না। নিশ্চয়ই এর পেছনে অন্য কারণ রয়েছে।"

জানা গেছে, প্রায় ১৫ বছর আগে সঞ্জুর সঙ্গে সাধন সরকারের বিবাহ হয়েছিল। স্বামীর আগেও দুটি বিয়ে ছিল এক স্ত্রী মারা গিয়েছেন এবং অন্যজন সংসার ছেড়ে চলে গেছেন। অর্থাৎ সঞ্জু ছিলেন সাধনের তৃতীয় স্ত্রী। স্বয়ং সাধন সরকার এই তথ্য স্বীকার করেছেন।

সঞ্জুর পরিবারের আরও প্রশ্ন, "যদি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তাহলে আমাদের খবর দেওয়া হল না কেন? কেন মৃত্যুর পরেই জানানো হল?" তাঁদের দাবি, মেয়ের মৃত্যুর পেছনে স্বামীই দায়ী।

ঘটনার খবর পেয়ে বিলোনিয়া মহিলা থানার পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও মৃত্যুর বিষয়ে পুলিশের কাছে লিখিতভাবে জানায়। পুলিশ ইতিমধ্যে মৃত্যুর কারণ উদঘাটনে তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে মৃতার ১৪ বছরের এক সন্তান রয়েছে, তবে মায়ের মৃত্যুর বিষয়ে সে আতঙ্কে কিছুই বলতে পারছে না যা সন্দেহ আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

ময়নাতদন্তের রিপোর্টেই স্পষ্ট হবে এই মৃত্যু রোগে স্বাভাবিক মৃত্যু নাকি পরিকল্পিত হত্যা। এদিকে ঘটনার পর থেকেই গোটা বিষ্ণুপুর এলাকায় নেমে এসেছে চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক।

রাশ পূর্ণিমার মেলায় বটগাছের শুকনো ডাল ভেঙে গৃহবধূর মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৩ নভেম্বর: রাশ পূর্ণিমার মেলার আনন্দ মুহূর্তেই পরিণত হলো শোকে। রবিবার রাতে কমলপুর হালহালিতে এক মর্মান্তিক ঘটনায় বটগাছের শুকনো ডাল ভেঙে পড়ে মৃত্যু হয় এক গৃহবধূর। মৃতার নাম মাধুরী দাস(১৮), বাড়ি কমলপুর শান্তিরবাজার এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাশ পূর্ণিমা উপলক্ষে হালহালিতে প্রতিবছরের মতো এবারও বিশাল মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। মাধুরী স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে মেলায় ঘুরতে গিয়েছিলেন। সেই সময় আচমকা মেলার একপ্রান্তে থাকা একটি পুরনো বটগাছের শুকনো ডাল ভেঙে নিচে পড়ে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই ডালটি মাধুরীর মাথার উপর পড়ে। গুরুতর আহত অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কমলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।

চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থার অবনতি হওয়ায় মাধুরীকে ধলাই জেলা হাসপাতালে রেফার করেন।

সেখান থেকেও অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে দ্রুত আগরতলার জিবি হাসপাতাল-এ স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু রবিবার রাতে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসার পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সোমবার সকালে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যে নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া। প্রায় দুই বছর আগে মাধুরীর বিয়ে হয়েছিল, এবং তার সাত মাসের একটি শিশু সন্তান রয়েছে। স্বামীর পাশাপাশি পরিবারের সদস্যরা গভীর শোকাহত।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, মেলাস্থলে দীর্ঘদিন ধরে ওই বটগাছটি পুরনো ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ছিল। তারা অভিযোগ করেছেন, মেলা কমিটি ও স্থানীয় প্রশাসনের তরফে প্রয়োজনীয় সতর্কতা নেওয়া হলে এই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় শোকের পাশাপাশি ক্ষোভও ছড়িয়েছে। প্রশাসন ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে মেলাস্থলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্যকর্মীদের উদ্যোগে নবজাত শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনবাড়ি, ৩ নভেম্বর: ঊনকোটি জেলার কাঞ্চনবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীন তরণীনগর এলাকায় শিশুদের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে আশা ফেসিলিটেটর স্বপ্না দাস ও আশাকর্মী জোন্না দেবনাথ গত ১ নভেম্বর ২০২৫ স্থানীয় বাসিন্দা চন্দনা বিশ্বাসের বাড়িতে নবজাত শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

চন্দনা বিশ্বাস গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ একটি বেসরকারি হাসপাতালে এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। জন্মের সময় শিশুটির ওজন ছিল ৩ কেজি ২০০ গ্রাম এবং ৩৬ দিন পর পরিদর্শনের সময় দেখা যায় শিশুটির ওজন বেড়ে ৪ কেজি ৪০০ গ্রাম হয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে নবজাত শিশুদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও যত্নের পাশাপাশি মায়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পুষ্টি, বিশ্রাম ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন করা হয়। স্বাস্থ্যকর্মীরা নবজাত শিশুর ওজন, শরীরের তাপমাত্রা ও সার্বিক শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করেন এবং মায়ের শারীরিক অবস্থাও পর্যবেক্ষণ করেন।

আশা ফেসিলিটেটর স্বপ্না দাস মা ও পরিজনকে শিশুদের সঠিক টিকাকরণ, প্রথম ছয় মাস শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ পান করানো, ছয় মাস পর থেকে পরিপূরক ও সুষম পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান এবং ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার বিষয়ে সচেতন করেন। নবজাত শিশুদের জন্মের পর প্রথম কয়েক দিন ও সপ্তাহগুলিতে তাদের সঠিক যত্ন নেওয়া অত্যন্ত জরুরি, যা শিশু মৃত্যুর হার কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

দুই ব্যাটারি চালিত অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত প্রায় ৫

আগরতলা, ৩ নভেম্বর: অনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যাটারি চালিত অটোগুলির চলাচল আবারও বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াল। সোমবার সকালে দমদমা এলাকার জাতীয় সড়কে দুটি ব্যাটারি চালিত অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত পাঁচজন আহত হন।প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দ্রুত গতিতে চলছিল দুটি অটোগুলি। হঠাৎ এক অটো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা অন্য অটোটির সঙ্গে ধাক্কা খায়। সংঘর্ষের তীব্রতায় দুটি অটোই রাস্তার পাশে উল্টে যায়।ঘটনার পর স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে এবং সাব্রুম দমকলকর্মীদের খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

দক্ষিণ জেলায় চালু হলো "জাগরতা" হেল্প ডেস্ক

স্বচ্ছতা ও নাগরিক অংশগ্রহণে প্রশাসনের নতুন পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩রা নভেম্বর: দক্ষিণ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সোমবার বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলো "জাগরতা" হেল্প ডেস্ক। জেলা শাসক মোহম্মদ সাজাদ পি ফিতা কেটে এই ডিজিটাল হেল্প ডেস্কের উদ্বোধন করেন।

প্রশাসনের কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। "জাগরতা" একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, যার মাধ্যমে নাগরিকরা এখন অফিসে না গিয়েই বিভিন্ন দফতর সংক্রান্ত অভিযোগ অনলাইনে জমা দিতে পারবেন। পোর্টালে অভিযোগ জমা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট দফতরে পাঠানো হবে। অভিযোগের নিষ্পত্তির পর নাগরিক নিজেই অনলাইনে অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট (এটিআর) বা গৃহীত পদক্ষেপের প্রতিবেদন দেখতে পারবেন। এতে প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও দ্রুত প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থা আরও জোরদার হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন জেলা শাসক। এই হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ তাঁদের অভিযোগ দাখিল, আবেদন ট্র্যাক করা এবং "জাগরতা" উদ্যোগের অন্যান্য সেবাগুলি গ্রহণে সহায়তা পাবেন। সোমবার বিকেল চারটায় দক্ষিণ জেলা শাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা শাসক সাংবাদিকদের এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, এই ডিজিটাল হেল্প ডেস্ক চালুর মাধ্যমে জনগণের অভিযোগ নিষ্পত্তি আরও দ্রুত ও কার্যকরভাবে সম্পন্ন হবে, যা প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন আরও মজবুত করবে।

অপটোমেট্রিক পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগে যুব কংগ্রেসের ডেপুটেশন, পুনঃপরীক্ষার দাবি

আগরতলা, ৩ নভেম্বর: সাম্প্রতিক অপটোমেট্রিক পরীক্ষা ঘিরে ফের একবার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এই প্রেক্ষিতে সোমবার স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে প্রদেশ যুব কংগ্রেস।

যুব কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা জানান, গত ১৭ অক্টোবরও তারা একই বিষয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরে ডেপুটেশন জমা দিয়েছিলেন। তাঁদের অভিযোগ, ২০২৪ সালের পরীক্ষায় ওএমআর শিটের পরিবর্তে সাদা কাগজে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল, যা ছিল সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ ও দুর্নীতিপূর্ণ। সেই একই ধরনের অনিয়ম যেন চলতি বছরের পরীক্ষায় না ঘটে, তা নিশ্চিত করার দাবি জানান তারা।

তাঁরা আরও বলেন, চলতি বছর ৮৫টি পদে অপটোমেট্রিক পরীক্ষা নেওয়া হলেও, সেখানে ফের একবার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ২০২১ সালের এক অনলাইন পোর্টালের হুবহু প্রশ্ন পুনরায় ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্নপত্রে একাধিক ত্রুটির কথাও জানিয়েছেন।

তাঁদের দাবি, ওই ঘটনায় নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। একইসঙ্গে, তারা দ্রুত পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, যদি সরকার দ্রুত পদক্ষেপ না নেয়, তবে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে।

ধর্মনগরে ১২ দিনব্যাপী "উত্তর জল সঞ্চয় যাত্রা" শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ নভেম্বর: আজ থেকে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় শুরু হয়েছে "উত্তর জল সঞ্চয় যাত্রা-২০২৫"। ১২ দিনব্যাপী এই জল সঞ্চয় যাত্রা উপলক্ষে ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি ভবতোষ দাস এই জল সঞ্চয় যাত্রার সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে, উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন, জেলা বনাধিকারিক সুমন মল্ল, জেলাশাসক কার্যালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর তাইতে শুভম ভগবান, ধর্মনগরের মহকুমা শাসক দেবযানি চৌধুরী, পানিসাগরের মহকুমা শাসক সুশান্ত দেববর্মা, জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির ও বিএসি"র চেয়ারম্যানগণ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন। তিনি বলেন, এই জল সঞ্চয় যাত্রার প্রথম দুইদিনে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ৫০ হাজার সোক পিট তৈরি করা হবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পানীয়জল ও স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে জল সঞ্চয় যাত্রার মাধ্যমে উত্তর ত্রিপুরা জেলার সোক পিট নির্মাণের যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে তার প্রশংসা করেন এবং বলেন আমাদের প্রত্যেকেরই জল সঞ্চয় করা উচিৎ।

সাব্রুমে ভিজিল্যান্স অ্যাওয়ারনেস সপ্তাহ উদযাপন: সতর্কতাআমাদের ভাগ করা দায়িত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৩ নভেম্বর: সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত (এমএমডি) কলেজ ও সাব্রুম মহকুমা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে সোমবার কলেজ প্রাঙ্গণে ভিজিল্যান্স অ্যাওয়ারনেস সপ্তাহ ২০২৫ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে এক বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এবছরের প্রতিপাদ্য ছিল "সতর্কতা: আমাদের ভাগ করা দায়িত্ব"।

সপ্তাহব্যাপী চলমান এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল দুর্নীতি প্রতিরোধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা এবং শাসনব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নৈতিকতার গুরুত্ব তুলে ধরা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ। উপস্থিত ছিলেন সাব্রুম মহকুমা প্রশাসনের পক্ষে এসআই আশিষ দে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকা ড. উমা বেগমসহ অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ ও ছাত্র-ছাত্রীরা।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য সমাজের সর্বস্তরে সততা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। দৈনন্দিন জীবনে নৈতিক আচরণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা, প্রতিরোধমূলক সতর্কতা অবলম্বন করা এবং সম্মিলিত প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলাই আজকের মূল প্রয়োজন।

বক্তারা আরও উল্লেখ করেন, সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন প্রতি বছর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি পালন করে, যাতে সমাজে দুর্নীতি বিরোধী চেতনা বৃদ্ধি পায়। অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সমাপ্তি হয়।

কৈলাসহরে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল রঞ্জিত ঘোষের

কৈলাসহর, ৩ নভেম্বর : গতকাল রাতে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন কৈলাসহর কুমারঘাট সড়কের জলাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা রঞ্জিত ঘোষ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সেদিন রাতে রঞ্জিত ঘোষ নিজের বাড়ির পাশে সড়কের একধারে বসেছিলেন। ঠিক সেই সময় পেছন দিক থেকে দ্রুত গতিতে আসা একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাকে ধাক্কা মারে। ধাক্কার তীব্রতায় রঞ্জিত ঘোষ সড়কে ছিটকে পড়েন। তাঁর মাথায় মারাত্মক আঘাত লাগে এবং ঘটনাস্থলেই রক্তে ভেসে যায় রাস্তা। এলাকাবাসীরা তৎক্ষণাৎ দমকলকর্মীরা খবর দিলে দপ্তরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান।

কিন্তু সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসকরা রঞ্জিত ঘোষকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। স্থানীয়দের দাবি, ওই সড়কে প্রায়ই দ্রুতগতির গাড়ি চলাচল করে, কিন্তু প্রশাসনের নজরদারি একেবারেই নেই। পুলিশ গাড়িটিকে শনাক্ত করে চালকের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।

ছুরি হাতে জিবি হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের সামনে তান্ডব মদমত্ত ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর: রাজ্যের সর্ববৃহৎ সরকারি হাসপাতাল জিবি হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ফের উঠলো প্রশ্ন। সোমবার দুপুরে ছুরি হাতে এক ব্যক্তি হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের ডেলিভারি রুমের সামনে এসে উপস্থিত হন। আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয় গোটা হাসপাতালে।

দুদিন ব্যাপী গোমতী জেলা ভিত্তিক নিপুন ফেস্ট ২০২৫ এবং সাইন্স ড্রামা কম্পিটিশন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ নভেম্বর: আজ উদয়পুর রাজর্ষি কলা ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হলো দুদিন ব্যাপী গোমতী জেলা ভিত্তিক নিপুন ফেস্ট ২০২৫ এবং সাইন্স ড্রামা কম্পিটিশন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিষেক দেবরায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর গৌরাঙ্গ শুক্ল দাস, ও এস ডি বিষ্ণু দত্ত। সভায় সভাপতিত্ব করেন গোমতী জেলা শিক্ষার অধিকারিক কল্যাণ ভদ্র।

এখানে উল্লেখ থাকে যে গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায় এবং উদয়পুর পুর পরিষদের পুর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় অনুষ্ঠান মঞ্চেআসতে পারেননি। প্রায় এক ঘন্টা অপেক্ষা করার পর অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিষেক দেবরায় সহ মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথি বৃন্দ। এরপর গোমতি জেলার নয়টি ব্লক থেকে যে নয়টি স্টল খোলা হয়েছে। স্টল গুলো উল্লেখিত অতিথি বৃন্দ ঘুরে দেখেন।স্টল গুলো দেখে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী নির্বাচন করেন।

মোট তিনজন বিচারকের মধ্যে দুইজন বিচারক কাকড়াবন ডায়েট কলেজের লেকচারার যথাক্রমে কৌশিক মজুমদার ও জয়দীপ চক্রবর্তী এবং অপরজন উদয়পুরের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর সৌমিক চক্রবর্তী। তাদের বিচারে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় হয়েছে যথাক্রমে কাকড়াবন ব্লক,ইউ আর সি এবং করবুক ব্লক।

হোম মেড ফুড বিভাগে প্রথম হয়েছে অমরপুর কুঞ্জরামপাড়া জেবি স্কুল, দ্বিতীয় কিল্লা ইংলিশ মিডিয়াম জেবি স্কুল এবং তৃতীয় অম্পি নগর ব্লকের রাজারাম পাড়া জে বি স্কুল। এ ছাড়া সাইন্স ড্রামা কম্পিটিশনে আজ মোট ছয়টি দল অংশগ্রহণ করে ,বাকি আটটি দল আগামীকাল অংশগ্রহণ করার পর সাইন্স ড্রামা কম্পিটিশনের ফলাফল ঘোষণা করা হবে এবং বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার দেওয়া হবে

ডিওয়াইএফআই-র ৪৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন: পতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদীতে শ্রদ্ধা নিবেদন

আগরতলা, ৩ নভেম্বর: ডিওয়াইএফআই-র ৪৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আজ সংগঠনের উদ্যোগে মেলারমাঠ সংলগ্ন ছাত্র-যুব ভবনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং শহিদ বেদীতে পুষ্পার্পণ করে শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক, রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দে, সহ আরও অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতা রাখতে গিয়ে ডিওয়াইএফআই রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক সংগঠনের গৌরবময় ইতিহাস ও সংগ্রামী পথচলার কথা তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, ডিওয়াইএফআই তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যুবসমাজের ন্যায্য দাবি আদায়ের লড়াই, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অধিকার রক্ষায় এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। তিনি সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ও যুব সমাজকে সংগঠিত করার আহ্বান জানান।

উপস্থিত নেতৃবৃন্দ জানান, প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে আগামী দিনগুলোতেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ডিওয়াইএফআই -র তরফে নানা কর্মসূচি নেওয়া হবে।

কমলপুরগামী টমটম উল্টে মারাত্মক দুর্ঘটনা পাঁচজন যাত্রীর মধ্যে শিশুসহ গুরুতর জখম চার

কমলপুর, ৩ নভেম্বর: ময়নাবাড়ি থেকে লাম্বু হয়ে কমলপুরগামী একটি টমটম উল্টে যাওয়ায় শিশুসহ চার গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। স্থানীয়দের তৎপরতায় আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে লাম্বু চৌমুহনী এলাকায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, একটি যাত্রীবোঝাই টমটম ময়নাবাড়ি থেকে কমলপুরের দিকে আসছিল। লাম্বু চৌমুহনীতে পৌঁছনোর সময় হঠাৎই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে যায়। দুর্ঘটনার শব্দ শুনে আশেপাশের মানুষজন ছুটে এসে উদ্ধারকার্য়ে নামেন।

আহতদের মধ্যে চারজনের পরিচয় জানা গেছে। তারা হলেন, মিনতি মোদক (৭২), নিয়তি কন্দ (২২), রিতেশ কন্দ (৭) এবং সুচিত্রা দাস (৩৬)। আহতদের মধ্যে শিশুটির অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে চিকিৎসক সূত্রে জানা গেছে।

চিকিৎসা সূত্রে জানা গেছে, আহতদের মধ্যে দু'জনের মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে এবং একজনের একটি হাত ভেঙে গেছে। অন্যদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে চোট লেগেছে। বর্তমানে সকলকেই কমলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas